কুলবোধিনী

প্রথম ভাগ।

শ্রীকামিনী কুমার ঘটক

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা) বীণাপাণি মেসিন যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২২

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

২৮৩৪
কা৭৮

7

৪০৩৭
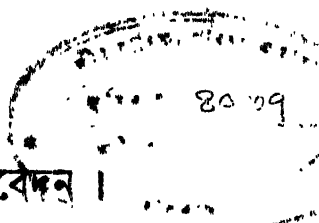
প্রকাশকের নিবেদন।

রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ সহস্র বর্ষ যাবৎ বাঙ্গলা দেশে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইহাদের বাস রাঢ় ও বঙ্গে ছিল, এক্ষণ বঙ্গের সর্ব্বত্রই রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বরেন্দ্র স্থানে রাঢ়ী এবং রাঢ় বঙ্গে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বাস করিলেও প্রাচীন কালীয় রাঢ় বঙ্গেই প্রধানতঃ রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ গণের বাসভূমি বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়। ৩৪। ৩৫ পুরুষ যাবৎ রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ এদেশে বাস করিতে-ছেন, ইহাদের সংখ্যা বহুলক্ষ। এই বহুজন সমৃদ্ধ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশের ইতিহাস এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বংশ ও কুল বংশ পরম্পরায় বর্ষে বর্ষে রীতিমত ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ হইয়া বহু গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকৃত বিশুদ্ধরূপে লিখিত বংশাবলী অতি অল্প জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়। প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ ঋষির সন্তান গণকে মহাত্মা বল্লাল সেন কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান ও বহু সম্মানে ভূষিত করার পরে ঐ পঞ্চ ঋষির সন্তান গণ মধ্যে কেহ কেহ কুলাচার্য্যের পদ প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক ব্যক্তির বংশ মর্য্যাদা, উদ্বাহ সম্বন্ধ প্রভৃতি নানা আবশ্যকীয় বিষয় এবং কুলীনদের মধ্যে কেহ অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করেন কিনা, কুলীন ও শ্রোত্রীয় গণ স্বীয় স্বীয় গুণে প্রতিষ্ঠিত আছেন কিনা, ইত্যাদি বিষয় কুলাচার্য্য গণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেন। সমাজের দোষ গুণের বিচার কর্ত্তা কুলাচার্য্য গণ ছিলেন, কুলাচার্য্য গণ "কুলাচার্য্য" "কুলজ্ঞ" বা "ঘটক" নামে অভিহিত হইতেন। কুলাচার্য্য গণের ভরণ পোষণের ভার সমাজের উপর ন্যস্ত ছিল। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গণ ঘটক গণকে বিবাহাদি কার্য্যোপলক্ষে যে দান করিতেন, ঘটক গণ তদ্দারাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় পরিবার প্রতিপালন করিয়া আসিতে ছিলেন। এই সহস্র বর্ষ যাবৎ ঐ বংশাবলী লিখার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতি নীতি এবং সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হওয়ায় কুলাচার্য্য গণ

কর্ত্তৃক সমাজের এক বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া আসিতেছিল। ঘটকগণ যে কেবল কুলশাস্ত্রই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন এমন নহে। উঁহারা নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং আচারাদি বিষয়ে সমাজের অগ্রণী ছিলেন বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য গণ অন্য জাতির কি অন্য শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের অন্ন বা দান গ্রহণ করেন না। রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কুলাচার্য্য গণের সম্মান এত অধিক ছিল যে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেল বন্ধন সকল উচ্চ শ্রেণীর কুলীন গণ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে রাজশক্তি ও সমাজ শক্তি কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত-সম্মান ঘটক গণ সমাজে এক বিশিষ্ট শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া ছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গণ মধ্যে যে কত অসংখ্য কৃতি লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দায়ভাগকার জীমূত বাহন, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আভিধানিক হলায়ুধ, আর্য্যাসপ্তশতীর রচয়িতা গোবর্দ্ধনাচার্য্য, প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব গোস্বামী, মহাভারতের টীকাকার অর্জ্জুন মিশ্র, মহামোহপাধ্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মতিমান্ মেধাতিথি, প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তশূলপাণি ও স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন, অমরকীর্ত্তি নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম, ধার্ম্মিক চূড়ামণি কেশব ভারতী, ভাগবত

প্রভৃতি গ্রন্থের টীকাকার অখিলশাস্ত্র রহস্যবিৎ শ্রীধর স্বামী, বঙ্গ ভাষায় রামায়ণ প্রণেতা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস, ধর্ম্মমঙ্গল প্রণেতা ঘনরাম, অন্নদামঙ্গল প্রণেতা ভারতচন্দ্র প্রভৃতি দেশের শিরোভূষণ ব্যক্তিগণ সমুদয়ই বাঙ্গালী ও রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের সকলেরই আনুপূর্ব্বিক বংশাবলী ঘটক গণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন মহাত্মাদিগের আবির্ভাব তিরোভাবের কাল নির্ণয় লইয়া অনেক বাক্ বিতণ্ডা হইয়া থাকে কিন্তু কুলাচার্য্য গণের কীটদষ্ট পুরাতন গ্রন্থ গুলি দেখিলে কাহারও সে বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকেনা। কুলাচার্য্যগণ পুরুষ পরম্পরায় যে বংশাবলীর বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতে ছিলেন বর্ত্তমান সময়ে তাহা আর লিপিবদ্ধ হইতেছে না। সমাজের ও ঘটক দিগের দোষে ও অমনোযোগিতায় কুলশাস্ত্র আর লিখিত বা আলোচিত হইতেছে না। ঘটক বংশও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে পশ্চিম ও পূর্ব্ব বঙ্গে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঘটক গণের বাসস্থান ছিল। সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ঘটক গণ পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গের ঘটক গণ পশ্চিম বঙ্গের কুলীনদের বংশ ও কুল লিখিতেন কিন্তু ব্যবসায় উপলক্ষে উভয় বঙ্গের ঘটক গণ উভয় বঙ্গে সমবেত হইতেন এবং সময়

সময় উভয় বঙ্গের ঘটক গণ পরস্পরের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বর্ষে বর্ষে উভয় বঙ্গের কুলীন দিগের বংশ, কুল, দোষ, গুণ ও সামাজিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া আনি-তেন ও রাখিতেন। তদনুসারে সমস্ত রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ দের বংশাবলী অভ্রান্তরূপে কুলাচার্য্যদের নিকট লিখিত থাকিত এবং এখন পর্য্যন্তও আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গণ এমন ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত যে একই ব্যক্তির পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র উভয় বঙ্গে বসতি করিতেছেন; কিন্তু উহাদের পরস্পর পরিচয়াদি ঘটকগণ করিয়া দিতেন এখন ঘটক শ্রেণী প্রায় নিঃশে-ষিত হওয়ায় এবং যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করায় অধিকন্তু যাহারা ঘটকতা ব্যবসায়ী তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় পূর্ব্ব পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দের মধ্যে কেহ কাহাকে চিনেন না ও জানেন না এবং হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত অশৌচাদি গ্রহণ না করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্হ হন এবং স্বজন গণ সহ পরিচয় না থাকা নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি মমতা হীন হইয়াছেন ও হইতেছেন।

যে ব্যবসায়ে জীবনোপায়ের সংস্থান নাই বা যে

ব্যবসায়ে বিশেষ কোন সম্মান নাই সে ব্যবসায়ের দিকে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাইতে চাহেন ? ব্যবসায়ের সম্মান ও অর্থাগম এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মানুষ একটা ব্যবসায় অবলম্বন করে। ঘটকের ব্যবসায় এখন আর তেমন সম্মান জনক নহে, অর্থাগম তো একেবারেই নাই, সুতরাং মেধাবী ও বুদ্ধিমান্ লোক এখন আর ঘটকতা ব্যবসা অবলম্বন করিতে চাহেন না। তদ্ধেতু ঘটক শ্রেণীতে বর্ত্তমান সময়ে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক অনেকেই ঘটকতা ব্যবসায়ী নহেন। ঘটকতা ব্যবসায়ী প্রাচীন ব্যক্তিগণ মধ্যে অনেকেই গতাসু হইয়াছেন আর দুই চারিজন ব্যক্তি পরলোক গমন করিলেই কুলশাস্ত্র একেবারে লোপ হইবার সম্ভব। পশ্চিম বঙ্গের কুলাচার্য্য গণ প্রায় সকলেই ঘটকতা ব্যবসা ত্যাগ করিয়াছেন এমনকি ঘটক উপাধি পর্য্যন্ত উঁহারা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোপাধি (বন্দ্যোপাধ্যায়, গাঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব বঙ্গের ঘটক গণ যদিও ঘটক উপাধি রাখিয়াছেন তথাপি ঘটকতা ব্যবসা অনেকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। মেধাবী ও বুদ্ধিমান ঘটক সন্তান গণ স্কুল কলেজে প্রেরিত হইতেছে, টোলে কেহই যায় না। যাহারা

ব্যবসায়ান্তরের অযোগ্য তাহারাই কেহ কেহ এই ব্যবসায়ে থাকে, কিন্তু তাহাও আর থাকিবেনা। নৈরা নিবাসী দেশ প্রসিদ্ধ ঘটক চৌধুরী গণ পূর্ব্বেই দৌহিত্র সন্তানে এই ব্যবসা ন্যস্ত করিয়া ঘটকতা ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল পাঁচগাও নিবাসী ঘটক চৌধুরী মহাশয় দিগের জমিদারী বিলুপ্ত হওয়াদি কারণে কেহ কেহ কয়েক বৎসর যাবৎ পুনঃ ঘটকতা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এইক্ষণ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায় ঘটক বি এ ও শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ঘটক বি এ প্রভৃতির উদ্যোগে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত এই ব্যবসায় ইহারা পুনঃ পরিত্যাগ করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন।

রাঢ়ী শ্রেণীয় কুলাচার্য্যের পদ কতকাল যাবত সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহারা আদি ঘটক ছিলেন তাঁহাদের বংশধর কেহ আছেন কিনা এবং বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীর কুলজ্ঞ তাঁহারা কত পুরুষ পরম্পরায় ঘটকতা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাহা আলোচনা করা যাউক। আদিশূর যখন যজ্ঞার্থ পঞ্চ ঋষিগণকে আনয়ন করেন তৎকালে ঘটক পদসৃষ্টি হওয়ার কোন কারণ নাই। বল্লাল সেন কি লক্ষ্মণ সেনের উদ্যোগে কুলাচার্য্যের পদ সৃষ্টি হইয়াছে কি সমাজ কর্ত্তৃক কুলাচার্য্যের পদ প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা যাউক। ঘটক সিংহ দেবী-বর কর্ত্তৃক মেল বন্ধনের কাল আনুমানিক অন্যূন ৪০০ চারিশত বৎসর। ছত্রিশটী মেল মধ্যে "গোপালঘটকী মেল" মুখোপাধ্যায় বংশীয় গোপালঘটকের নামে, "দশরথ ঘটকী মেল" ঐ বংশীয় দশরথ ঘটকের নামে, "ভৈরব ঘটকী মেল বাবলার বন্দ্য বংশীয় ভৈরব ঘটকের নামে, ও "সুরাই মেল" পূতিতুণ্ডু বংশীয় সুরাই ঘটকের নামে সৃষ্টি হয় এবং তৎকালে উহারা সকলেই জীবিত ছিলেন। বন্দ্যবংশীয় ধ্রুবানন্দ মিশ্র ঐ সময়ে বৃদ্ধ ঘটক ছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের প্রপিতা মহ হরিমিশ্র ঘটক ছিলেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ ঘটক। মুখোপাধ্যায় বংশীয় খরদহ মেলের প্রসীদ্ধ কুলীন যোগেশ্বর পণ্ডিতের পিতা হরিমিশ্র ঘটক ছিলেন। শ্রীহর্ষের বংশীয় প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন মিশ্র ঘটকতা করিতেন। ইঁহারা সকলেই কুলীন এবং সমাজের নেতা ছিলেন। দেবীবর অপেক্ষা কৃত ছোট কুলীন তথাপি কুলাচার্য্য বলিয়া তাঁহার এত সামাজিক প্রভুত্ব ছিল যে তিনি যাহাকে নিস্কুল বলিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ নিস্কুল হইলেন। সুতরাং মেল বন্ধনের বহু পূর্ব্বে ঘটকতা পদের সৃষ্টি না হইলে সমাজে ঘটক গণের ঈদৃশী ক্ষমতা হওয়ার সম্ভাবনা

ছিল না। এড় মিশ্রি একজন প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন তাঁহার নিবাস আড়িয়াদহ গ্রামে ছিল তিনি কুন্দলাল বংশীয় প্রসিদ্ধ রোষা করের পৌত্র এবং গিরিধরের পুত্র। কুন্দ রোষাকরের নাম মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় সমীকরণ স্থলীয় ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং রোষাকর লক্ষ্মণ সেনের সময়ের লোক। এড়ু মিশ্র তাহার পৌত্র। এই অবস্থায় অন্ততঃ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ঘটকতা পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘটকের লক্ষণ বর্ণনায় লিখিত আছে—

"বংশাংশভাব গুণ দোষ বিচার কর্ত্তা,
ন্যুনাতিরিক্ত পরিমাণ যথার্থ বক্তা,
পর্য্যাং বিপর্য্যা গণণঞ্চ করোতি যচ্চ,
শশ্ব-ন্নৃপেণ গতিতো ঘটকঃ সএব।

এখানে "নৃপেণ গদিত" নৃপ শব্দে বল্লাল কি লক্ষ্মণ সেন একজনকে বুঝাইবে। অনেকের মতে মহারাজ বল্লাল সেনের সময়েই রাঢ়ী শ্রেণীয় ঘটকের পদ সৃষ্টি হয়; কিন্তু বল্লাল সেনের সময় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। এরূপ ক্ষুদ্র সমাজের সামাজিকতার সুশৃঙ্খলার জন্য কুলাচার্য্যের প্রয়োজন না হইলেও অন্ততঃ রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক যে কুলাচার্য্য পদের সৃষ্টি হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ

নাই। সুতরাং অন্ততঃ সাত শত বৎসর পূর্ব্বে কুলাচার্য্যের পদ সৃষ্টি হইয়াছে।

দেবীবর ঘটকের পরে নুলো পঞ্চানন নামে একজন প্রধান ঘটক পশ্চিম বঙ্গে উদ্ভূত হন। ইনি বিষ্ণুঠাকুরের পিতা ও পিতামহের সমসাময়িক ব্যক্তি। চট্টোপাধ্যায় বংশীয় যে পাঁচ ব্যক্তি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে সমীকরণ সময়ে উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে বাঙ্গাল চট্টের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ প্রসিদ্ধ দিনকর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। ইহার নাম পঞ্চানন। ইনি "নুলো" ছিলেন বলিয়া ইহার নাম "নুলো পঞ্চানন" হইয়াছে। ইহার মত স্পষ্টবাদী ঘটক অতি অল্পই দেখা যায়। নুলো পঞ্চাননের বংশ এখন আর নাই। দেবীবর নিঃসন্তান।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জিলার অন্তঃর্গত ব্রাহ্মণ প্রধান বিক্রমপুর সমাজ পদ্মার প্রবল স্রোতাভিঘাতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বিক্রমপুর পরগণার স্থানসমূহ এক্ষণ ঢাকা ও ফরিদপুর উভয় জিলায় অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। পদ্মার উত্তর পারস্থ ইছাপুরা, কান্দাপাড়া, সিংপাড়া, শ্যামসিদ্ধি, ভুয়ালি, মধ্যপাড়া, কোলা, কুশারিপাড়া, আউটসাহী, নোয়াদ্দা, পুরাপাড়া, বাণিখাড়া, আদাবাড়ী

নশঙ্কর, হাসাইল, পাঁচগাও, বহর, ভরাকর, রাউৎভোগ, বালিগাঁ, বাহেরক গ্রামে এবং পদ্মার দক্ষিণ পারে নড়িয়া, লুনসিং, কার্ত্তিকপুর, নবগ্রাম, বিঝাড়ী, ডোমসার, রুদ্রকর, পালং, ফতেজঙ্গপুর, আচূড়া, শিরঙ্গল, চান্দনী, কালামৃধা, তিলৈ গ্রামে ও ফরিদপুরের জিলায় বাইট্-কামাড়ি এবং বরিশালের জিলায় বীরমোহন, শোলক-সুন্দরদি, আমগাও, খলিশাকাটা ফকরা, শেলাপট্টি যশোহরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণীয় ঘটকগণ বর্ত্তমান সময়ে বাস করিতেছেন। এই সমুদয় প্রায় গ্রামেই বর্ত্তমান সময়েও ব্যবসায়ী ঘটক আছেন। পশ্চিম বঙ্গে জগদানন্দপুর, মূজাপুর, পাঁচড়া, রতনপুর, রাণাঘাট, মহেশপুর প্রভৃতি বহুগ্রামে ঘটকদের বসতি স্থান ছিল। ঘটকগণ মধ্যে কেহ শ্রোত্রীয় কেহ বা ভঙ্গ বা নিকষ কুলীন বটেন। অনেকের বিশ্বাস যে "ঘটক" একটী স্বতন্ত্র উপাধি। বাস্তব পক্ষে তাহা নহে। কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণ মধ্যে কেহ কেহ ঘটকতা ব্যবসা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব উপাধি ত্যাগে "ঘটক" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় "মাস-চটক" বা "মাশচড়ক" বংশে অনেক ঘটক আছেন। সুন্দরদি ও কোলার ঘটকগণ মাশচড়ক ঘটক। পারিহাল

মেলের ঘটকগণ গাঙ্গোপাধ্যায় বংশীয়। কেহ কেহ নিকষ কেহ কেহ ভঙ্গ কুলীন। ভরদ্বাজ ঘটকগণ মুখোপাধ্যায় বংশীয়। "বাঙ্গাল পাশ" মেলের বন্দ্য-বংশীয় ঘটক এবং কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ঘটক এখনও বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ঘটকতা ব্যবসা করেন তাঁহা-দের সমুদয়েরই বাসস্থান পূর্ব্ববঙ্গে। নড়িয়া মেলের নড়িয়ার সাবর্ণ ঘটকগণ রঘুনাথ বাচস্পাতি মিশ্রের সন্তান। রঘুনাথ বাচস্পতির পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ঘটকতা ব্যবসা করেন নাই। তিনিই প্রথম কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন; এবং কুলশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। রঘুনাথ বাচস্পতির প্রণীত কুলগ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ কুলরমা বা কুলরাম। রঘুনাথ বাচস্পতির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বংশ আমরা লিখিলাম। রঘুনাথ বাচস্পতি ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র সমসাময়িক লোক হইলেও ধ্রুবানন্দ মিশ্র যখন বৃদ্ধ রঘুনাথ তখন যুবা। কথিত আছে ধ্রুবানন্দের নিকট রঘুনাথ কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ও দেবীবর সমসাময়ীক লোক। রঘুনাথ বাচস্পতির পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতেই নড়িয়া ঘটক চৌধুরী মহাশয়দের বাটীতে ৺ গোপাল বিগ্রহ

প্রতিষ্ঠিত আছেন শ্রীযুক্ত রজনীনাথ ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে ঐ বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। উক্ত বিগ্রহের নামানুসারেই রঘুনাথের পূর্ব্বপুরুষ গোপাল গাঙ্গুলী মহাশয়ের নামাকরণ হয়। রঘুনাথ হইতে এক্ষণ ১১।১২ পুরুষ হইয়াছে। পারিহাল মেলের ঘটকগণ মধ্যে প্রথম ঘটক কুমুদানন্দ চূড়ামণি। তাঁহা হইতে এখন ১১।১২ পুরুষ। কুমুদানন্দ ও রঘুনাথ বাচস্পতি একই সময়ের লোক এবং কোলা ও সুন্দরদির মাশ্চড়ক ঘটকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ঐ সময় ঘটকতা ব্যবসা অবলম্বন করেন। মাশ্চড়ক বংশে মহামহোপাধ্যায় বহুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রোত্রীয়দের বংশ লিখার নিয়ম না থাকায় এবং উক্ত ঘটক মহাশয়গণও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের নাম সংগ্রহ করিয়া না দেওয়ায় আমরা মাশ্চড়ক ঘটক মহাশয়দের বংশ লিখিতে পারিলাম না। কথিত আছে মাশ্চড়ক ঘটকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কুমুদানন্দ চূড়ামণি রঘুনাথ বাচস্পতির আত্মীয়, এবং রঘুনাথের পরামর্শ মতেই উঁহারা কুলাচার্য্যের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। পারিহাল ঘটকগণ মধ্যে যাহারা তিলৈ গ্রামে বাস করিতেছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে শিবানন্দ বিশারদ ঘটকতার কার্য্য

আরম্ভ করেন। শিব বিশারদ কুমুদানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র পর্য্যায়ের লোক। যে কারণেই হউক শিবানন্দ বিশারদের সন্তানগণ মধ্যে পণ্ডিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভরদ্বাজ ঘটকগণের পূর্ব্বপুরুষ লোকনাথ মুখোপাধ্যায় রঘুনাথ বাচস্পতির জামাতা বটেন। লোকনাথের পুত্র চতুষ্টয়ই ভরদ্বাজ ঘটকগণের আদিপুরুষ ও কুলাচার্য্যের ব্যবসা অবলম্বন করেন। অন্য মেলের ঘটক অল্প, এবং উহারা পরে ঘটকতা ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। সুন্দরদি গ্রামে একঘড় চট্টবংশীয় ঘটক আছেন। আমরা বহু চেস্টা করিয়াও তাহাদের বংশের বিবরণ আনাইতে পারিনাই। বারান্তরে ঐ সমুদয় বংশের নাম দিতে চেষ্টা করিব। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গণ যদি সমবেত হইয়া পরামর্শ পূর্ব্বক ঘটক ও কুলশাস্ত্র রক্ষা না করেন তবে দুই এক পুরুষ পরেই কুলীন, অকুলীন শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট এক দর হইয়া দাঁড়াইবে। উহাদের মধ্যে কে কোন গোত্রীয় লোক ইহা স্থিরীকরণের লোকও থাকিবেনা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ গণ আমাদের দেবতা, পূর্ব্বপুরুষদের পূণ্যময়ী স্মৃতি আমাদের গৌরব ও স্বর্গ, অস্মৃতি নরক। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব নাই পূর্ব্বপুরুষদের প্রাধান্য যাহাদের স্মৃতিতে নাই তাহাদের আর উদ্ধারের পথ কোথায়?

কোন্ কোন্ স্থানে বর্ত্তমান সময়ে ঘটক গণ বাস করেন, তাঁহারা কোন্ বংশে জন্মধারণ করিয়াছেন, কত পুরুষ যাবৎ তাঁহারা কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেছেন আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাই বিবৃত হইল। সচরাচর দেখাযায় যে যিনি যে ব্যবসা অবলম্বন করেন তাহার পরবর্ত্তী পুরুষ গণ সেই ব্যবসা অবলম্বন করিলে সাধারণতঃ অন্য ব্যক্তি হইতে সেই ব্যবসায় সহজে আয়ত্ব করিতে পারেন। আমরা ভরসা করি ঘটক বংশ মধ্যে যাহারা ঘটকতা ব্যবসা করেন তাহাদের জীবনো-পায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা সহজে পুনঃ কৃতী ও পণ্ডিত ঘটক গণ দেখিতে পাইব।

অনেকের বিশ্বাস ঘটক গণ যোজক ও ধাবক মাত্র। লোকের কন্যা পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধের যোজনা ও তজ্জন্য ধাবকত্ব ইহাদের কার্য্য। বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। কুলীন দিগের কুলকার্য্য ঠিক করিয়া দেওয়া কাহার সহিত কাহার কুল সম্বন্ধ হইতে পারে ইহা স্থির করা কুলশাস্ত্র রক্ষাকরা ঘটকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ধাবকত্ব তাহাদের কার্য্য নহে। কুলের অত্যন্ত সূক্ষ তারতম্য কুলীনের অংশ বংশদোষ যে মহাজন ব্যক্তি জানেন তিনিই ঘটক। যোজনা কারীকে ঘটক বলা যাইতে

পারে না। অথবা ঘটক নামধারী হইলেই ঘটক হয়েন না।

" অত্যন্ত সূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং
জানন্তি তেহি ঘটকাঃ নতু যোজকাদ্যাঃ
অংশং বংশতথা দোষং যে জানন্তি মহাজনাঃ
তএব ঘটকাজ্ঞেয়া ন নাম গ্রহণাৎপরম্।"

কুলদীপিকা।

ফলে ঘটক গণের কর্ত্তব্য তাঁহারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য রীতিমত কুলশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং সামাজিক দিগেরও কর্ত্তব্য ঘটক দিগকে প্রতিপালন করেন। অন্যথা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে। কি পূর্ব্ব কি পশ্চিম কি উত্তর বঙ্গ সমস্ত স্থানের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগের স্বীয় শ্রেণীর কুলশাস্ত্র রক্ষাকরা কর্ত্তব্য।

রাঢ়ীয় শ্রেণীয় কুলশাস্ত্রজ্ঞ গণ মধ্যে বিক্রমপুর ব্যাণিখাড়া নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘটক ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ গণ এবং বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সকল শিক্ষিত ব্যক্তিগণই তাঁহাকে জানেন ও শ্রদ্ধা করেন। যখন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণ জন্য প্রাণপণে

চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎসময়ে বিক্রমপুরের অনেক প্রসিদ্ধ কুলীন এবং কুলাচার্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। চণ্ডীচরণ ঘটক ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের ঘটক মহাশয়দিগের ঘরে যে সমুদয় কুলশাস্ত্র আছে তাহা এখন কীটদষ্ট বা বর্জ্জিত-পত্র রাশির মধ্যে পতিত রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গেরও প্রায় এই দশা সমুপস্থিত দেখিয়া আমি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কুলশাস্ত্র রক্ষার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি কুলাচার্য্যদিগের বংশ প্রথমে লিপি করিতে ও পরে ক্রমশঃ কুলগ্রন্থ রক্ষণের দিকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় যতদূর সম্ভবে তদনুরূপ কুলশাস্ত্রাদি সংগ্রহ করা হইতেছে এবং ঘটকদিগের বংশ সংগ্রহ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রামে২ গমন পূর্ব্বক বহু মূলগ্রন্থ দৃষ্টে এবং ঘটকদিগকে নিজে জিজ্ঞাসা করিয়া ঘটক বংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত বংশাবলী মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশ করার ভার, আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন এবং ঘটক বংশের ইতিহাস সাধারণ ভাবে ভূমিকায় লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তদনুসারে এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় ঘটক বংশের সংক্ষেপ

বিবরণ লিখিলাম। যদি রাঢ়ীশ্রেণী সমাজের উৎসাহ পাওয়া যায় তবে সমস্ত কুলশাস্ত্র সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়ার আশা দুরাশা নহে। ধ্রুবানন্দ মিশ্র, রঘুনাথ বাচস্পতি ও দেবীবর ঘটক প্রভৃতি কুলপণ্ডিতগণের কুলশাস্ত্রানুযায়ী নিতান্ত জ্ঞাতব্য কতকগুলী বিষয় এই ঘটক বংশাবলীর শেষভাগে সংযোজিত করিয়া দিলাম। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া সকল বিষয়গুলীর মূল সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল না।

মহারাজ বল্লাল সেন নব গুণান্বিত ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন সংজ্ঞা প্রদান করেন। রঘুনাথ বাচস্পতি কৃত কুলরাম গ্রন্থে —"আচার-বিদ্যা-বিনয়-প্রতিষ্ঠা তজ্ জ্ঞাপনার্থং ঘটকং করোমি" ইহা দৃষ্টে বুঝা যায় বল্লাল সেনের সময় ৫৯ ব্যক্তির মধ্যে কেহ ঘটক অর্থাৎ কুলের দোষ গুণ বিচারক নিযুক্ত হন কিন্তু তিনি কোন্ ব্যক্তিকে ঘটক নিযুক্ত করেন তাহা স্থির করার সাধ্য নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সভায় এই গুণাগুণ পরিক্ষার পর মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি আদিষ্ট হয় দেখা যায়, ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলেন—

"মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞঃ সুচচট্ট সুতাপতিঃ।
রাজ্ঞো লক্ষ্মণ সেনস্য সভায়াং তিলকাকৃতি।"

দ্বিতীয় ভাগে বিশদ বিবরণ দিতে ইচ্ছা রহিল।

নিবেদক

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

কুলাচার্য্য বংশ।

মুং শ্রীহর্ষ সুত শ্রীগর্ভ সুত শ্রীনিবাস সুত মেধাতিথি সুত অরব সুত ত্রিবিক্রম সুত কাক সুত ধান্দুমুখ সুত জলাশয় সুত বাণেশ্বর সুত গুই সুত মাধবাচার্য্য সুত কোলাহল বা কোলাই সন্ন্যাসী সুত উৎসাহ, গরুড়। ইহারা কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন।

উৎসাহ সুত আহিত, অভ্যাগত, মহাদেব। মহাদেবই খড়দহ প্রভৃতি মেলের কুলীনগণের পূর্ব্ববর্ত্তী।

আহিত সুতৌ উদ্ধব, লৌলিকৌ। উদ্ধব সুতৌ শিয়ো বিকর্ত্তনৌ, শিয়ো সুতা রাম, নৃসিংহ, দ্যাকরাঃ। নৃসিংহ হইতে ফুলিয়া, বল্লভী প্রভৃতি মেলের কুলীনগণ বিস্তৃত হইয়াছেন। দ্যাকর হইতে কাচনার মুখোটীগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। রামের সন্তান হইতে অন্যান্য কুলীন ও ভরদ্বাজ ঘটকগণের বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

রাম সুত সুজো সুতা জয়পতি, নিধিপতি, লক্ষ্মীপতি, উষাপতি, কানাইকাঃ কানাই সুতৌ রাম, রত্নাকরৌ, রত্নাকর সুত কুলপতি সুতা চান্দ, ভূবণ, বৈদ্যনাথাঃ।

চান্দ স্থত মকরধ্বজ স্থত লোকনাথ গাং রঘুনাথ বাচস্পতি কস্য কং আং নরিয়া মেল প্রাপ্ত। লোকনাথ স্থত রামচরণ ঘটকরত্ন, গোপীনাথ ঘটকশেখর, নারায়ণ ঘটক বল্লভ, গোবিন্দ ঘটক চন্দ্রাঃ। রামচরণ ঘটকরত্ন স্থতা রামদেব ঘটক ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস ঘটক সার্ব্বভৌম, শ্যাম রায়াঃ। রামদেব ঘটক ভট্টাচার্য্য স্থতৌ শ্রীরাম রায়, কার্ত্তিক রায়ৌ। কার্ত্তিক রায় স্থতাঃ সূর্য্যনারায়ণ সিদ্ধান্ত (ভঙ্গ) পদ্মনাভ বিদ্যাভূষণ, ভুবনেশ্বর ন্যায়-বাগীশাঃ সূর্য্যনারায়ণ স্থত রামানন্দ তর্কাচার্য্য স্থত রামজয় শিরোমণি স্থত বঙ্গচন্দ্র স্থতৌ রসিকচন্দ্র, মহেন্দ্র চন্দ্রৌ সাকিন ফতেজঙ্গপুর।

পদ্মনাভ (ভঙ্গ) স* কৃষ্ণানন্দ স শম্ভুচন্দ্র স রাম-কিশোর স শীতল সাকিন পালং।

ভুবনেশ্বর ন্যায়বাগীশ (ভঙ্গ) স কৃষ্ণকান্ত বিদ্যা-লঙ্কার স উদয় কবিভূষণ স্থতা গঙ্গাচরণ, শ্যামাচরণ, চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্নাঃ। শ্যামাচরণ স চিন্তাহরণ সাকিন বাইনখাড়া।

শ্রীরাম রায় স জয়সিংহ রায় স সৃষ্টিধর ন্যায়ভূষণ স

---

* স্থত শব্দ পুনঃ২ লিখিতে অনর্থক শব্দ বাহুল্য হয় বলিয়া "স্থত" শব্দ স্থলে "স" অক্ষর ব্যবহৃত হইল।

যুগলকিশোর স হরচন্দ্র দুর্গাচরণৌ। হরচন্দ্র স কালী-মোহন, কৃষ্ণমোহনৌ সাকিন লোনসিং। দুর্গাচরণ তর্কালঙ্কার স হরেন্দ্র, গিরীন্দ্র সাকিন লোনসিং।

কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম স আত্মারাম, নীলকণ্ঠ, আত্মা-রাম স কালীকাপ্রসাদ স রামরত্ন স ইন্দ্রনারায়ণ স বৃন্দা-বন বিদ্যাভূষণ স চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, ষোড়শীকান্ত। চন্দ্রকান্ত স যোগেন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিমলাচরণ, গোপাল-চন্দ্র সাকিন বহর।

নীলকণ্ঠ ঘটকজিত স নরসিংহ স প্রাণকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন স তিলকচন্দ্র স চণ্ডীচরণ তর্কভূষণ স গোপাল, মধুসূদন, রাজকুমার, বসন্ত, শীতল। সাকিন রুদ্রকর।

শ্যাম রায় স বিরিঞ্চি স রামকৃষ্ণ পঞ্চানন, গোবিন্দ তর্কবাগীশ, কৃষ্ণরাম সিদ্ধান্ত, রামগঙ্গা বিদ্যালঙ্কার, হরি বাচষ্পতি, গোপাল কবিভূষণ।

রামকৃষ্ণ পঞ্চানন স কালীশঙ্কর স গঙ্গাচন্দ্র স কালী প্রসন্ন, ষোড়শীকান্ত। কালীপ্রসন্ন স তারাপ্রসন্ন। সাকিন ডোঙ্গসার।

ষোড়শীকান্ত স ত্রিপুরাকান্ত, যতীন্দ্র, মনোরঞ্জন।

গোবিন্দ তর্কবাগীশ স রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর স তারিণী-চরণ স অভয়াচরণ, অম্বিকাচরণ। অভয়াচরণ স বরদা-

চরণ। অম্বিকাচরণ স অন্নদাচরণ স জ্ঞানদাচরণ, কুলদাচরণ। সাং চান্দনী।

কৃষ্ণরাম সিদ্ধান্ত স বাগেশ্বর বিদ্যাভূষণ স জগমোহন স গুরুপ্রসাদ তর্কচূড়ামণি, রামকানাই। গুরুপ্রসাদ স মহিমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, কুঞ্জবিহারী। সাং বাইনখাড়া।

রামকানাই স পার্ব্বতীচরণ স দুর্গাচরণ, রাসবিহারী, অতুলচন্দ্র।

রামগঙ্গা বিদ্যালঙ্কার স রামজয় তর্কভূষণ, ধনঞ্জয় ন্যায়ভূষণ। রামজয় স শম্ভু তর্কসিদ্ধান্ত, শিবচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গৌরচন্দ্র বিদ্যারত্ন। শম্ভু স রামকুমার ন্যায়পঞ্চানন।

গৌরচন্দ্র স ব্রজনাথ তর্কপঞ্চানন স কালীপ্রসন্ন, হরপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্ন স যোগেশ, সুরেশ, দীনেশ, উমেশ। হরপ্রসন্ন স হৃষীকেশ। সাকিন কালামৃধা।

ধনঞ্জয় ন্যায়ভূষণ স ভৈরবচন্দ্র ন্যায়লঙ্কার স গুরুচরণ শিরোমণি স অন্নদাচরণ স মনসাচরণ সাং কালামৃধা।

হরি বাচস্পতি স দুর্গাপ্রসাদ, রামকিশোর, রামগতি। দুর্গাপ্রসাদ স হারাধন স কালীপ্রসাদ স শ্রীনাথ, সাকিন পালং।

রামকিশোর স বদন স গুরুচরণ ন্যায়ভূষণ স মনোমোহন, কালীমোহন। সাকিন সৈন্যঘোষ।

গোপাল কবি ভূষণ স রাজকৃষ্ণ তর্কচূড়ামণি স কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামচান্দ রত্নালঙ্কার, রামকমল। কৃষ্ণচন্দ্র স আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ স রজনীকান্ত, বরদাকান্ত। রজনীকান্ত স প্রিয়নাথ, যদুনাথ।

রামচান্দ রত্নালঙ্কার স গোপী বিদ্যাভূষন্ স করুণাকান্ত, বাণীকান্ত, অশ্বিনীকান্ত (অশ্বিনীকান্ত বিএবিএল্ উকীল জজ কোর্ট বরিশাল।) সাং দিগশূল হাল সাং নবগ্রাম।

রামকমল স অম্বিকাচরণ, বৈকুণ্ঠচন্দ্র। অম্বিকাচরণ স হারাণ। গোপীনাথ ঘটকশেখর স রামগোপাল স পরশুরাম স হরি, গঙ্গারাম: হরি স রাম রাম স রাম মাণিক্য, রামচন্দ্র। রাম মাণিক্য স কাশীনাথ স কালীপ্রসাদ স নিবারণ, শশিমোহন সাং দেওভোগ।

রামচন্দ্র স কালাচান্দ স মহিম, প্রসন্ন তর্করত্ন, নারায়ণ। প্রসন্ন তর্করত্ন স চন্দ্রকান্ত, নিশিকান্ত, রজনীকান্ত, শ্যামাকান্ত সাং পুরাপাড়া।

গঙ্গারাম স রামদাস, রাঘব। রামদাস স রামমোহন স জীবনকৃষ্ণ স গুরুদাস স রামদয়াল শিরোমণি স অম্বিকাচরণ, শ্যামাচরণ সাং আউটসহি।

রাঘব স রামগতি স শম্ভুচন্দ্র স বঙ্গচন্দ্র, রাচস্পতি স

কালীপ্রসন্ন স দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র, সুরেশ, উমেশ সাং আচুরা।

নারায়ণ ঘটক বল্লভ স রামেশ্বর স রামচন্দ্র স কৃষ্ণপ্রসাদ স রামরুদ্র বিদ্যানিধি স রামমাণিক্য স কমলাকান্ত স অভয়াচরণ স শ্রীনাথ, কালীনাথ। শ্রীনাথ স চিন্তাহরণ। কালীনাথ স সীতানাথ সাং বিঝারি।

গোবিন্দ ঘটকচন্দ্র স রামবল্লভ স যদু, রামনাথ। যদু স ইন্দ্রনারায়ণ স রাম রাম ন্যায়লঙ্কার স জীবনকৃষ্ণ স কৃষ্ণানন্দ স কালীকান্ত সাং কুশারিপাড়া।

রামনাথ স গঙ্গারাম, পঞ্চানন। পঞ্চানন স বিনোদ রাম স কীর্ত্তি ঘটকরাজ স করুণাচন্দ্র বিদ্যাসাগর স আনন্দ স দয়ালবন্ধু সাং লোনসিং।

গাঙ্গ-গঙ্গাধরে মেলো নরিয়া নাম বিশ্রুতঃ
গঙ্গাধর প্রকৃতি নরিয়া মেল।

বেদগর্ভ স বীরব্রত স সোভম স শৌরী স পীতাম্বর স দামোদর স কুলপতি স শিশু, শম্ভু, হাস্য, প্রভাকরঃ। শিশু স গদো, নাভো, মহীধর। গদো স হলায়ুধ স শ্রীকণ্ঠ, বামদেব, আয়ু, কুলপতি, মুরারি। আয়ু স পলো, বাটুবলো, বিনায়ক। বিনায়ক স জিয়ো, মাধব, ব্যাস, কেশব, পদ্মনাভ, শিব, শূলপাণি।

মাধব স নারায়ণ, দামোদর, শ্রীরঙ্গ, হরিরাম, গোপাল, বনমালি। গোপাল স জয়, গঙ্গানিধি, গঙ্গাধন, চণ্ডীবর, নব, সর্ব্বানন্দ। চণ্ডীবর স হিরণ্য, পদ্মনাভ, শুভঙ্কর, প্রিয়ঙ্কর, বিভাকর, কৃষ্ণ।

শুভঙ্কর স গঙ্গাধর, গঙ্গাবর, গঙ্গাগতি, গঙ্গাদাস, গঙ্গারাম, গঙ্গাহরি, গঙ্গানারায়ণ। গঙ্গাধর স রঘুনাথ বাচস্পতি, যদুনাথ পণ্ডিত, বাণীনাথ।

রঘুনাথ বাচস্পতি স শ্রীরাম ঘটক সার্ব্বভৌম, ঘটক শিরোমণি, ঘটক চক্রবর্ত্তি। রঘুনাথ বাচস্পতি কস্য কং মুং লোকনাথায় প্রং। শ্রীরাম ঘটক সার্ব্বভৌম স গোবিন্দ ঘটক রায়, ঘটক পুরন্দর, লক্ষ্মীনারায়ণ ঘটকাচার্য্য, হরিরাম।

গোবিন্দ ঘটক রায় স কৃষ্ণজীবন ঘটক বিশারদ, কৃষ্ণবল্লভ রায়, গৌরী বিষ্ণুচন্দ্র। কৃষ্ণজীবন ঘটক বিশারদ স রাজেন্দ্র, ইন্দ্রনারায়ণ, মটুকমণি। রাজেন্দ্র স কামদেব, মণিরাম শিরোমণি, নিধিরাম ঘটকেন্দ্র, রামকেশব ঘটক ভূষণ।

মণিরাম শিরোমণি স রামপ্রসাদ বৃহস্পতি, বিনোদরাম কুলমণি, কালীচরণ বিদ্যানিধি।

রামপ্রসাদ স রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ, রামধন বিদ্যাভূষণ। রামরত্ন স রামসুন্দর তর্কসিদ্ধান্ত, রামলোচন

ন্যায়ভূষণ। রামসুন্দর স জগন্নাথ স কৃষ্ণচন্দ্র স মন-মোহন, রামধন, সাকিন পাচগাও।

রামধন বিদ্যাভূষণ স রাজকিশোর স রামরাজা স প্রসন্ন স অম্বিকা স যতীন্দ্র সাং বাইংখড়া।

বিনোদরাম কুলমণি স রামমাণিক্য কুলভূষণ স বিশ্ব-নাথ ন্যায়লঙ্কার স রামতনু স নবকুমার, আনন্দচন্দ্র, প্রসন্নচন্দ্র।

কালীচরণ বিদ্যানিধি স গোবিন্দপ্রসাদ স জগমোহন স শ্রীনাথ স নলিনীরঞ্জন সাং লোন সিং।

নিধিরাম ঘটকেন্দ্র স রামরাম, রামকিশোর। রাম-রাম স রামশঙ্কর স গঙ্গাপ্রসাদ স রামচন্দ্র, ঈশান। রামচন্দ্র স কৃষ্ণকুমার স হরেন্দ্র, লালমোহন। ঈশান স অম্বিকাচরণ। সাকিন ভরাকর।

রামকিশোর স শিবশঙ্কর স হৃদয়কৃষ্ণ স মদনমোহন স ব্রজনাথ, উমানাথ, জয়নারায়ণ, তারকনাথ সাকিন পুরাপাড়া।

রামকেশব ঘটকভূষণ স কৃষ্ণরাম স কীর্ত্তিচন্দ্র কৃষ্ণ-চন্দ্র। কীর্ত্তিচন্দ্র স গুরুদাস, কাশীদাস, রাজমোহন। গুরুদাস স আনন্দ স কালীপদ, হরিপদ। কালীপদ স যতীন্দ্র, বিশ্বেশ্বর সাং লোনসিং।

কৃষ্ণচন্দ্র স রামচন্দ্র স গুরুপ্রসন্ন স দুর্গামোহন সাং সিরঙ্গল।

ইন্দ্রনারায়ণ ঘটক স রমানাথ, সুধারাম, অনিরুদ্ধ, পরশুরাম। রমানাথ স রঘুনন্দন স বাসুদেব, কালীচরণ। বাসুদেব স অমরনারায়ণ স রামলোচন স শম্ভুচন্দ্র, শিবচন্দ্র।

শম্ভুচন্দ্র স হরিপ্রসাদ স চিন্তাহরণ, অকুলহরণ, ভোলানাথ। শিবচন্দ্র স অম্বিকাচরণ সাং নরিয়া।

অনিরুদ্ধ স জগদ্বল্লভ, শিবরায়। জগদ্বল্লভ স কীর্ত্তিনারায়ণ, রামশঙ্কর, ভবানীপ্রসাদ, কাশীনাথ রায়। কীর্ত্তিনারায়ণ ভঙ্গ তং স মৃত্যুঞ্জয় স সন্তোষ, গোরাচান্দ। সন্তোষ স স্বরূপচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স চণ্ডীচরণ স প্রসন্ন স সূর্য্যকুমার।

গোরাচান্দ স লক্ষ্মীকান্ত স প্যারীমোহন স বরদাকান্ত, মাখনলাল, মতিলাল, রসিকলাল, হরলাল।

রামশঙ্কর স রামানন্দ, রামজয়, রামচাঁন, গোলক। রামানন্দ স উমাকান্ত স বিশ্বেশ্বর, কেদারেশ্বর, রজনীকান্ত সাং পাঁচগাও।

রামজয় স ভৈরব স শ্রীনাথ, আনন্দমোহন, পূর্ণচন্দ্র, রসিক (বিএ) বিজয়চন্দ্র।

রামচাঁদ স কালীকমল স মধুসূদন।

ভবানীপ্রসাদ ভঙ্গ স রামনিধি, প্রাণনাথ। রাম-নিধি স রাধাচরণ স প্রভাত, কালীপ্রসন্ন। কালীপ্রসন্ন (বিএ) তৎ স আশুতোষ।

প্রাণনাথ স মদন, কালীনাথ। মদন স রাজকুমার স হেমচন্দ্র। কালীনাথ স কামেখ্যাচরণ, বিমলাচরণ, সারদাচরণ।

কাশীনাথ স শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ। শম্ভুনাথ স অভয়চন্দ্র স দুর্গামোহন স যতীন্দ্রমোহন, যামিনীমোহন। চন্দ্রনাথ স নীলকমল স শ্যামাকান্ত, শশীকান্ত, যোগেশ-চন্দ্র।

শিবরাম স রামগোপাল, রামকানাই, রামসুন্দর। রাম-গোপাল স রামকান্ত স চন্দ্রমোহন স মহেন্দ্র (পোষ্য পুত্র)

রামকানাই স রাধানাথ স নবীন স কামিনী, হর্ষনাথ, অমৃতলাল। রামসুন্দর স কালীপ্রসাদ স রামদয়াল স পরীক্ষিত, বিপিনচন্দ্র। পরীক্ষিত স যতীন্দ্র, বিজয়, হরিপদ, পরেশচন্দ্র সাং পাঁচগাও।

পরশুরাম স মুক্তারাম, রামপ্রসাদ, কৃষ্ণদেব। মুক্তা-রাম স ভবানীপ্রসাদ স দুর্গাদাস ভঙ্গ তৎ স রামতনু স প্রভাত।

রামপ্রসাদ স রামমোহন, কিশোর। রামমোহন স রামকৃষ্ণ ভঙ্গ তৎ স ভৈরবচন্দ্র, গোলকচন্দ্র, জয়চন্দ্র, অভয়চন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, হরচন্দ্র।

ভৈরবচন্দ্র স রামদয়াল স রাজমোহন, বনোয়ারীলাল, যোগেন্দ্র, মহেন্দ্র। বনোয়ারীলাল স মাখনলাল, গ্রীশচন্দ্র, হেরম্বচন্দ্র, শিবনাথ। যোগেন্দ্র স শম্ভুনাথ।

গোলকচন্দ্র স আনন্দ স উমাকান্ত উকীল, রজনীকান্ত উকীল। উমাকান্ত স গোপাল, গোবিন্দ, হেমচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র।

রজনীকান্ত স যোগেশ, দেবেন্দ্র, নগেন্দ্র।

জগচ্চন্দ্র স চন্দ্রকান্ত, লোকনাথ, নবীনচন্দ্র। চন্দ্রকান্ত স মনমোহন। লোকনাথ স ললিতমোহন, লালমোহন, জিতেন্দ্র। নবীনচন্দ্র স রমেশ, রাধিকামোহন। অভয়চন্দ্র স মাণিক।

হরচন্দ্র স মধুসূদন, বিহারীলাল, বিনোদবিহারী। মধুসূদন স মনোরঞ্জন। বিহারীলাল স ত্রৈলোক্যনাথ। বিনোদবিহারী স সমরেন্দ্রনাথ সাং নব্রিয়া।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘটবাগার্গ্য স রামগোপাল ঘটকাদিত্য ভঙ্গ তৎ স ঘটকচন্দ্র হরিহর ঘটকজিত, ভাগ্যমন্ত ঘটকভূষণ। ঘটকচন্দ্র স অনন্তরাম পুরন্দর, বিন্দুরায়, রত্ন-

মণি, রামধন বৃহস্পতি, কালীপ্রসাদ সিদ্ধান্ত। অনন্তরাম স বিজয়, রাম বিশারদ, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার।

বিজয়রাম স শিবশঙ্কর শিরোমণি, কৃষ্ণকান্ত, রামকান্ত সার্ব্বভৌম, ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শিবশঙ্কর স তিলকচন্দ্র, দ্বীপচন্দ্র।

রামকান্ত স বংশীবদন বিদ্যারত্ন স চন্দ্রমোহন, শ্রীমোহন, বেণীমাধব। চন্দ্রমোহন স সুধাংশুপ্রকাশ। শ্রীমোহন স মণিমোহন।

বেণীমাধব স অন্নদাপ্রসাদ।

ভৈরবচন্দ্র বিদ্যাসাগর স লোকনাথ বিদ্যাবাগীশ স কেদারনাথ, সীতানাথ, ভূদেবচন্দ্র। কেদারনাথ স শিবদাস।

প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার স গঙ্গাধর রত্নালঙ্কার, শ্রীধর। গঙ্গাধর স তারিণীচরণ, গৌরীচরণ। তারিণীচরণ স কালীচরণ, দুর্গাদাস, বিনোদবিহারী।

গৌরীচরণ কবিরত্ন স যদুনাথ ঘটকরাজ, কৃষ্ণধন হৃদয়নাথ স ইন্দ্রভূষণ, ফণীভূষণ, মণীন্দ্রভূষণ।

বিন্দুরাম রত্নমণি স জগন্নাথ, বলরাম, রঘুনাথ, কৃষ্ণধন, রামজীবন, রামধন।

জগন্নাথ স রামগঙ্গা, রামসুন্দর, শ্যামসুন্দর, লক্ষ্মীকান্ত

কবলরাম, রাজনারায়ণ, মুলুকচাঁদ। রামসুন্দর স
ালমণি, তারাচাঁদ, রামচন্দ্র, মোহনচন্দ্র। নীলমণি স
লাকনাথ স তারাপ্রসন্ন। রামচন্দ্র স আনন্দচন্দ্র।

বলরাম স মাণিকচন্দ্র স গোবিন্দচন্দ্র স গঙ্গাধর,
কলাসচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্র স আশুতোষ, অমৃতলাল।

যাদবচন্দ্র স রামদাস বিদ্যালঙ্কার, দেবীপ্রসাদ বিদ্যা-
ভূষণ রামদাস স রামলোচন ত্রিলোচন। দেবীপ্রসাদ
। কাশীনাথ সাং ব্রহ্মাণডাঙ্গা।

কৃষ্ণবল্লভ স রাজারাম, আত্মারাম। রাজারাম স
ামচন্দ্র স রামগোবিন্দ স মাণিক, কুলমাণিক।

মানিক স কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণশঙ্কর। কৃষ্ণশঙ্কর স রাজ-
নারায়ণ, রামসুন্দর, বলরাম, রামকানাই, কালাচাঁদ।

রাজনারায়ণ স রঙ্গ স শ্রীনাথ। কালাচাঁদ স শ্যামা-
চরণ স পূর্ণচন্দ্র। রামকানাই স চন্দ্রকান্ত সাং পালং।

ঘটক শিরমণি স ঘটক সিংহ স রামজীবন চূড়ামণি
। কৃষ্ণদেব স রঘুরাম স রামভদ্র স রামকিঙ্কর সরস্বতী স
াজকিশোর স কালাচাঁদ, অম্বিকাচরণ কালাচাঁদ স
ামদয়াল। অম্বিকাচরণ স যোগেন্দ্রনাথ সাং বাইটকা-
ারি। ঘটক চক্রবর্ত্তী স শিব বিদ্যালঙ্কার, কৃষ্ণরাম
পঞ্চানন, গঙ্গারাম চূড়ামণি। শিব বিদ্যালঙ্কার স রামদ-

গোবিন্দ ভারতী স পুরন্দর স রামদাস, শ্যাম, কালিদাস রায় রামদাস স ভোলানাথ মৃত্যুঞ্জয়। ভোলানাথ স শিবচন্দ্র স ভৈরবচন্দ্র স গোলকচন্দ্র স করুণাচন্দ্র, অতুল চন্দ্র সাং মধ্যপাড়া। মৃত্যুঞ্জয় স বদন চুড়ামণি স ঈশ্বর তর্কভূষন স মহিম স রসিক, অভয় কালিদাস স রামকানাই স উদয় চন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত উদয়চন্দ্র স চন্দ্রকুমার প্রসন্নকুমার, বসন্তকুমার, রাজকুমার। চন্দ্রকুমার স নিবারণ প্রসন্নকুমার স পূর্ণচন্দ্র, প্রফুল্লকুমার, প্রিয়নাথ। বসন্ত কুমার স হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র। রাজকুমার স অবনী কুমার নলিনীমোহন, নীলরতন, ইন্দুমোহন। কৃষ্ণরাম পঞ্চানন ভঙ্গ তং স শুকদেব, পরাণ, রাজবল্লভ। পরাণ স রামধন সরস্বতী, রামরাম বৃহস্পতি, রামকানু তর্কভূষণ রামজয় তর্কাচার্য্য, রামনর সিংহ তর্কবাগীশ। রামধন স দয়ারাম ঘটক জিত, রাধাকান্ত ঘটক জিত, লক্ষ্মীকান্ত।

দয়ারাম স বৈদ্যনাথ বিদ্যাসাগর, কমলাকান্ত, রাম-মণি তর্কবাগীশ বৈদ্যনাথ স চন্দ্রমাধব শিরোমণি স দুর্গা-দাস তর্কালঙ্কার স হরিদাস। কমলাকান্ত স জয়গোপাল বিদ্যার্ণব, মোহনচন্দ্র ন্যায়রত্ন। মোহনচন্দ্র স গোবিন্দ কুঞ্জ, হরেন্দ্র, বিনোদচন্দ্র। গোবিন্দ স সত্যপ্রসাদ, কৃষ্ণ প্রসাদ, জগদীশচন্দ্র। কুঞ্জ স হরমোহন, হরিহর, গিরীশ

রামমণি স গুরুচরণ, ভগবান। গুরুচরণ স করুণা-কান্ত, অক্ষয়কুমার, রমেশচন্দ্র।

ভগবান স কালীকাপ্রসাদ স বিশ্বেশ্বর, গগনচন্দ্র, যজ্ঞেশ্বর। লক্ষ্মীকান্ত স রামজগন্নাথ, কালীচরণ।

রামজগন্নাথ স গোলকচন্দ্র স মনমোহন, কালী-মোহন, হরিমোহন, দুর্গামোহন, সুরেন্দ্রমোহন।

কালীচরণ স আনন্দ স অনাথবন্ধু স আশুতোষ, নরেন্দ্র।

রামরাম বৃহস্পতি স কালীনাথ, রামরুদ্র। কালী-নাথ স দুর্গাচরণ কবিরত্ন স রজনী।

রামরুদ্র স কৃষ্ণকুমার বিদ্যারত্ন স ব্রজনাথ, হরি-নাথ, তারানাথ পূর্ণচন্দ্র। হরিনাথ স হেরম্ব, হীরালাল, মতিলাল।

তারানাথ স হর্ষনাথ, পরেশনাথ, গোপাল, হেমন্ত, গুরুনাথ, মনীন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র স রামচন্দ্র।

ব্রজনাথ স মথুরানাথ, কেদারনাথ সাং সিংপাড়া।

রামজয় তর্কাচার্য্য স রামমাণিক্য স কৃষ্ণকিশোর, নবকিশোর।কৃষ্ণকিশোর স উমাচরণ, গোবিন্দ,গোপাল। উমাচরণ স মনোরঞ্জন, সুরেশচন্দ্র, জ্যোতীশচন্দ্র।

গোবিন্দ স সত্যপ্রসন্ন, বগলাপ্রসন্ন, অচ্যুতপ্রসন্ন।

নবকিশোর স অবিনাশ স করুণাকান্ত, জগদীশ।

নরসিংহ স গোপীনাথ স কালীশঙ্কর স বৈকুণ্ঠ স নলিনীকান্ত, বিজয়চন্দ্র সাং সাংসিদ্ধি।

রাজবল্লভ স রামমোহন কুলভূষণ, রামগতি, সৃষ্টিধর। সৃষ্টিধর স নিমচাঁদ, গোকুল, বংশী। গোকুল স দীনবন্ধু স মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র।

গঙ্গারাম চূড়ামণি স শ্রীধর ঘটকাদিত্য, কামদেব ঘটকেন্দ্র।

শ্রীধর স রামসরণ, দুর্গারাম, চতুরানন, রামকান্ত। দুর্গারাম স নন্দরাম, দানমনি স ধনঞ্জয় কবিরত্ন, কালীশঙ্কর, গোরাচাঁদ, কেবলরাম শম্ভুচন্দ্র। কালীশঙ্কর স শ্রীনাথ, গুরুনাথ। শ্রীনাথ স রজনীকান্ত উকীল ঢাকা মুন্সেফী সাং বালিচারা।

কামদেব ঘটকেন্দ্র স রামকেশব ঘটকজিত, রঘুরাম পঞ্চানন। রামকেশব স রামকৃষ্ণ, রূপরাম। রামকৃষ্ণ পঞ্চানন স রাধাকান্ত শিরোমণি স শিবনারায়ণ, দেবীপ্রসাদ। শিবনারায়ণ স কালীকিঙ্কর সরস্বতী স প্রসন্ন স বিপিন, সতীশ, হেমচন্দ্র।

দেবীপ্রসাদ ন্যায়লঙ্কার স মহেশ স রমণীরঞ্জন সাং নশঙ্কর।

রামকেশব স রূপরাম স রামদুর্লভ বিদ্যাবাগীশ স রাধামোহন স জগজ্জীবন, শ্যামাচরণ তর্কভূষণ। জগজ্জীবন স অম্বিকাচরণ, কালীচরণ, ভবতারণ, লক্ষ্মী-চরণ, বনমালী। কালীচরণ স পার্ব্বতীচরণ। শ্যামা-চরণ তর্কভূষণ স রাধিকারঞ্জন সাং খলিসাকোটা জিলা বরিশাল।

রঘুরাম স হরিরাম, কৃষ্ণরাম, জগন্নাথ বৃহস্পতি। হরিরাম স রামনারায়ণ, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ। রাম-নারায়ণ স মহাদেব বিদ্যালঙ্কার স ভোলানাথ স তারক স হরমোহন স কালীপদ সাং নশঙ্কর।

রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ স দুর্গাপ্রসাদ স কৃষ্ণহরি স কালীকান্ত স নরেন্দ্র সাং আদাবাড়ী।

জগন্নাথ বৃহস্পতি স সূর্য্যনারায়ণ স পীতাম্বর স রামকিশোর সাং দুয়াল্লী।

যদুনাথ পণ্ডিত স গোপী স জগদ্বল্লভ স রামভদ্র, কমলাকান্ত, রামেশ্বর, শ্রীরমণ। শ্রীরমণ স যাদবেন্দ্র স গোবিন্দরাম, নন্দরাম, বিষ্ণুরাম, কৃষ্ণদাস। গোবিন্দ স লক্ষ্মীনারায়ণ স কৃষ্ণচন্দ্র, রবিলোচন। কৃষ্ণচন্দ্র স গোলক স প্রভাত স শ্রীশ, নীলকান্ত, নলিনীকান্ত, নিখিল, কেশবচন্দ্র সাং বিঝারি।

গুবিলোচন স তারাচান্দ স ঈশ্বর ন্যায়ভূষণ স প্যারি-মোহন সাং সিংপাড়া।

কৃষ্ণদাস স মনোহর, পঞ্চানন, গঙ্গাধর, শ্রীধর। মনোহর স ত্রিলোচন, শম্ভু চন্দ্র, রামগতি।

ত্রিলোচন স আনন্দ স চন্দ্রকুমার, শশিকুমার, নব-কুমার সাং বিঝারি।

শম্ভুচন্দ্র স মহেশ স মহিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র। মহিম স নিখিলচন্দ্র, গিরিজাকান্ত।

রামগতি স গৌরীকান্ত স রাজমোহন, করুণাচন্দ্র। রাজমোহন স মনমোহন, বিনোদমোহন, যতীন্দ্রমোহন।

শ্রীধর স গঙ্গাদাস স স্বরূপচন্দ্র, ব্রজকিশোর। স্বরূপচন্দ্র স পাচকড়ি সাং কার্ত্তিকপুর। ব্রজকিশোর স পূর্ণচন্দ্র সাং মসুরা।

মেল পারিহাল।

"তদা শ্রোত্রীয় সংজ্ঞায়া মেলঃ স্যাৎ পারিহালক।"

"বেদগর্ভ" ইনি কান্যকুব্জ হইতে আগত। বেদ-গর্ভ সুত বীরব্রত—গাঙ্গলীগ্রামী, রাজ্যধর—পুংসক-গ্রামী, বশিষ্ঠ—নন্দীগ্রামী, মদন—কুন্দগ্রামী, কুমার—সম্বারিকগ্রামী, বিশ্বরূপ—ঘণ্টাগ্রামী, যোগী—সাটগ্রামী, মধুসূদন—দাইগ্রামী, গুণাকর—নায়ীগ্রামী, রাম পরি-

গ্রামী, দক্ষ বালীগ্রামী, মাধব সিদ্ধলগ্রামী।

বীরব্রত স শোভন স গৌরী স পিতাম্বর স দামোদর স কুলপতি স শিশু গাঙ্গলী স গদাধর স হলধর স আয়ু স পলো, বাটু, ওলো বিনায়ক। বিনায়ক স জিয়ো, মাধব, কেশব, পদ্মনাভ, শিব, শূলপাণি। মাধব নৈরা ঘটক চৌধুরীগণের আদিপুরুষ।

গাং শিব স পুরুষোত্তম, মুরারি, লম্বোদর, তেকড়ি, পরমেশ্বর, সত্যানন্দ, চণ্ডীবর, গঙ্গাধর। পুরুষোত্তম স নিত্যানন্দ, ভৈরব, গৌরী ব চম্পতি। ভৈরব স বিশ্বাম্ভর, শ্রীধর, বলভদ্র, রাঘব। শ্রীধর গাঙ্গলীর পরবর্ত্তি ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের কুলীন। বলভদ্র বল্লভী মেলের কুলীন। রাঘব সর্ব্বানন্দী মেলের কুলীন।

বিশ্বম্ভর পারিহাল মেল। বিশ্বম্ভর স চক্রপানি, গদাধর, গোপী, মাধব, শ্রীকান্ত মায়াধর। শ্রীকান্ত স কান্তিধর ইত্যাখ্যা। শ্রীকান্ত স চন্দ্রশেখর, গদাধর, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরি। শ্রীকৃষ্ণ স যদুনাথ, জানকীনাথ, হরিচরণ, চণ্ডীচরণ, কুমুদানন্দ চূড়ামণি। কুমুদানন্দ চূড়ামণি স শিবদাস শিরোমণি, দেবীদাস বাচস্পতি, রামনাথ, মথুরানাথ।

দেবীদাস বাচস্পতি স রামগোপাল স রামজীবন স রামানন্দ, কৃষ্ণানন্দ। রামানন্দ স মহাদেব বিদ্যালঙ্কার

স রামমাণিক্য মিশ্র ভঙ্গ তৎ স কালিদাস স শিবনাথ তর্কভূষণ স কামিনীকুমার উকীল, নিশিকান্ত মোক্তার। কামিনীকুমার স হেমচন্দ্র বিএ, যোগেশচন্দ্র শচীন্দ্রচন্দ্র। নিশিকান্ত স পরেশনাথ, নরেশনাথ, নৃসিংহ সাং রাউৎ-ভোগ বালিগও।

শিবদাস শিরোমণি স গোবিন্দ মটুকমণি, রামজীবন বাচস্পতি, রামচরণ ঘটকাদিত্য।

গোবিন্দ মটুকমণি স নিধিরাম ঘটকসিংহ, রাঘবেন্দ্র ঘটকেন্দ্র, বিষ্ণুরাম ঘটকচন্দ্র। নিধিরাম ঘটকসিংহ স রাধাকান্ত ঘটকরাজ, রামগঙ্গা বিশারদ।

রাধাকান্ত ঘটকরাজ ভঙ্গ তৎ স রামদাস বিদ্যাসাগর, সুধারাম ঘটক ভট্টাচার্য্য ভঙ্গ, রামজয় সিদ্ধান্ত ভঙ্গ।

রামদাস ভঙ্গ স কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজকৃষ্ণ ন্যায় পঞ্চানন, জীবন গোপাল।

কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন স বংশীবদন স হারাণ স নিশি-কান্ত সাং নোয়াদ্দা।

রাজকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন স কাৰ্ত্তিক সর্বাশীচন্দ্র স কামেখ্যাচরণ সাং ইছাপুরা।

সুধারাম স মনোহর স আনন্দ স রামচরণ, মহিম, (জজকোর্টের উকীল ছিলেন), জগচ্চন্দ্র, শ্যামাচরণ রাজ-

কুমার। মহিমচন্দ্র স হরিপদ। শ্যামাচরণ স বিষ্ণু-পদ, চিন্তাহরণ। রামজয় সিদ্ধান্ত স বৈদ্যনাথ স মদন স সারদাচরণ স খগেন্দ্র, মনীন্দ্র, শচীন্দ্র সাং নোয়াদ্দা।

রামগঙ্গা বিশারদ স শিবপ্রসাদ ঘটকভূষণ স রাম-রাজ, তারিণীচরণ। রামরাজ স জগদ্বন্ধু, দীনবন্ধু, স্বরূপ ন্যায়রত্ন। দীনবন্ধু স নবীন বিদ্যারত্ন, বলরাম, ভারত, হরিমোহন, স্ফটিক (পেন্‌সন প্রাপ্ত সেরেস্তাদার) নবীন বিদ্যারত্ন স নিবারণ। বলরাম স সারদাপ্রসন্ন, হরপ্রসন্ন, বরদাপ্রসন্ন। ভারত স যদুনাথ, সুরেন্দ্রনাথ স্বভাব কুলীন।

হরিমোহন ভঙ্গ স শ্রীমোহন, প্রহ্লাদচন্দ্র। স্বরূপ-ন্যায়রত্ন স ফকিরচাঁদ, চন্দ্রকুমার, অমরচাঁদ কবিরত্ন। ফকিরচাঁদ অম্বিকাচরণ।

চন্দ্রকুমার স সূর্য্যকুমার। অমরচাঁদ কবিরত্ন ভঙ্গ তৎ স লালমোহন, কালীমোহন।

তারিণী রত্নাকর স প্রাণনাথ বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর। প্রাণনাথ বাচস্পতি স রজনীকান্ত, দক্ষিণাকান্ত তর্করত্ন, বিমলাকান্ত। রজনীকান্ত স মহিমনাশ স্বভাব কুলীন।

বিশ্বেশ্বর ভঙ্গ তৎ স বশন্তকুমার সাং কান্দাপাড়া।

রাঘব ঘটকেন্দ্র স ভাগ্যবন্ত চতুরানন স কালীচরণ

সিদ্ধান্তবাগীশ স রামকুমার স কাশীকান্ত স নীলকান্ত তর্করত্ন, রজনীকান্ত। নীলকান্ত স যামিনী কান্ত, ভবতারণ।

বিষ্ণুরাম ঘটকচন্দ্র স মাণিক্য, কৃষ্ণহরি মাণিক্য কুলচন্দ্র স দেবীবর কবিচন্দ্র স রাজকিশোর ন্যায়লঙ্কার স রাধামোহন ভঙ্গ তৎ স পূর্ণচন্দ্র বাচস্পতি স দুর্গামোহন, ললিতমোহন।

কৃষ্ণহরি তর্কসিদ্ধান্ত ভঙ্গ তৎ স প্রাণকৃষ্ণ, গোলক। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার স গুরুপ্রসাদ তর্কচূড়ামণি স রাজমোহন স অক্ষয় তর্কভূষণ। গোলক বিদ্যানিধি স গৌরচন্দ্র বিদ্যাভুষণ স নিবারণ স হরিহর। রামচরণ ঘটকাদিত্য স রামেশ্বর, লক্ষ্মণ। রামেশ্বর সিদ্ধান্ত স নরোত্তম স রামমোহন তর্কপঞ্চানন কীর্ত্তিনারায়ণ। রামমোহন তর্কপঞ্চানন স রবিলোচন স নবকিশোর হরিশ্চন্দ্র। নবকিশোর বিদ্যার্ণব স কাশীনাথ কবিসাগর স অশ্বিনী কুমার স সুরেন্দ্রমোহন। হরিশ্চন্দ্র স ষোড়শী কান্ত স নকুলেশ্বর। কীর্ত্তিনারায়ণ ন্যায়ভূষণ স কালিদাস ন্যায়লঙ্কার স ঈশ্বর, ভগবান, গোবিন্দ। ঈশ্বর স গঙ্গাচরণ, গিরীশ, শ্যামাচরণ। গঙ্গাচরণ স মনমোহন, অনন্ত। গিরীশ স মানচন্দ্র, সাধু মাথমচন্দ্র। ভগবান স গোপাল

ব্রজলাল, হরলাল (ক্লার্ক জজকোর্ট ঢাকা)। গোপাল স অমৃতলাল; গোবিন্দ স ক্ষেত্রনাথ।

লক্ষ্মণ বৃহস্পতি স রামহরি, দয়ারাম। রামহরি বিদ্যালঙ্কার স নীলকণ্ঠ স কিঙ্কর, কালীকান্ত। কিঙ্কর স রুক্মিনীকান্ত স অবিনাশ, প্রতাপ, প্রভাত।

কাশীকান্ত স ভগবান স ত্রৈলোক্যনাথ।

দয়ারাম বিদ্যাবাগীশ স মনোহর, কেবলকৃষ্ণ। মনোহর স গৌরীকান্ত স রাজমোহন, হরিমোহন, ব্রজ-মোহন বিদ্যারত্ন, মদন। রাজমোহন স হারাণ।

কেবলকৃষ্ণ সিদ্ধান্তবাগীশ স শ্যামাচরণ তর্কভূষণ স শ্রীশ, চিন্তাহরণ সাকিন ইছাপুরা।

গাং বিশ্বম্ভর স শ্রীকান্ত স চন্দ্রশেখর স রামভদ্র, রঘুনাথ, শিব বিশারদ। শিব বিশারদ ভঙ্গ তৎ স রাজারাম, রাজবল্লভ, রতিরাম, রমাকান্ত। রাজারাম স রূপরাম, অভিরাম, কাশীরাম, রঘুরাম, মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু-ঞ্জয় স রামরত্ন তৎ স রামনারায়ণ, শিবনারায়ণ। শিব-নারায়ণ স গোপীচন্দ্র, হরচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র।

গোপী স চন্দ্রমোহন, হরিমোহন, রাজমোহন, প্যারীমোহন। হরিমোহন স ভুবনমোহন, ক্ষিতীমোহন। রাজমোহন স তারামোহন, বিন্দুমোহন, মোহিনীমোহন,

লোকনাথ। হরচন্দ্র স কালীমোহন, রাসমোহন। কালী-মোহন স ললিতমোহন, মনমোহন, বসন্তকুমার, যামিনী-কুমার। রাসমোহন স চিন্তাহরণ।

রাজারাম স কাশীরাম স কৃষ্ণধন স প্রাণকৃষ্ণ, গোকুল, রাজকৃষ্ণ। গোকুল স কেবলকৃষ্ণ স কৃষ্ণমঙ্গল স চিন্তা-হরণ, হারাণচন্দ্র, রেবতীমোহন। প্রাণকৃষ্ণ স ধনঞ্জয় স বঙ্গচন্দ্র স চন্দ্রকান্ত, রজনীকান্ত, শ্রীনাথ, নিশিকান্ত। চন্দ্রকান্ত স শরচ্চন্দ্র স মনোমোহন।

রমাকান্ত স রামনারায়ণ স রামগোবিন্দ স রঘুনাথ স নবকুমার স ভগবতীচরণ।

বলরাম স মুকুন্দরাম, শতঞ্জীব। মুকুন্দরাম স রাম-রাম স শ্রীহরি স ঈশ্বরচন্দ্র, নিত্যানন্দ শিরোমণি, নন্দ-কুমার।

নিত্যানন্দ স কামিনীকুমার সাং তিলে।

কৃষ্ণধন স রাজকৃষ্ণ স হরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র। হরচন্দ্র স তারাচাঁদ স ফটিক সাং কোলা।

মেল বাঙ্গাল পাশ।

বং ভট্টনারায়ণ। ইনি কাণ্যকুব্জ হইতে আগত। ইহার ষোল পুত্র ষোল গ্রামী।

ভট্টনারায়ণ স আদি বরাহ স বৈনতেয় স সুবুদ্ধি স

বিবুধের স গুই স গঙ্গাধর স সুহাস স শকুনি স মহেশ্বর স মহাদেব স ভিকু, পুতি, দুর্ব্বলী। দুর্ব্বলী স অনন্ত, সঙ্কেত, হরি, নারায়ণ, ভাস্কর। নারায়ণ স পীতাম্বর স শ্রীরঙ্গ স নিত্যানন্দ স প্রজাপতি, উষাপতি, নীলাম্বর। প্রজাপতি স বেদাঙ্গ স বিদ্যানন্দ স কৃষ্ণানন্দ স গোবিন্দ মধুসূদন। গোবিন্দ স শিবরাম ভঙ্গ তৎ স রঘুনাথ, রামনাথ। রামনাথ স গঙ্গানারায়ণ স সৃষ্টিধর স পদ্মলোচন, রামগতি স বংশীবদন তর্কভূষণ স প্রসন্ন চূড়ামণি, প্রতাপচন্দ্র, মহিমচন্দ্র সাং আউটসহি।

পদ্মলোচন স দুর্গাচরণ স নর্ম্মদা, অন্নদাকান্ত সাং বিন্নাকৈর জিলা ময়মনসিংহ।

এড়ু মিশ্রের পূর্ব্ব বংশাবলী।

পাং বেদগর্ভ স মদন স রত্নগর্ভ স বিশো স হেরম্ব স মঙ্গল স ব্রহ্মচারী স রোষাকর স গিরীধর স এড়ু মিশ্র।

নুলো পঞ্চাননের পূর্ব্ব বংশাবলী।

চং দক্ষ স সুলোচন স মহাদেব স হলধর স নায়াদেব স লালো স গড়ুর স শ্রীকণ্ঠ স বাঙ্গাল স কীত স নৃসিংহ স আভো স স্বপন স চৈতলী স রঘু স ঈশ্বর স দিনকর স গোবিন্দ স নুলো পঞ্চানন।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও দেবীবর ঘটকের পূর্ব্ব বংশাবলী।

বং ভট্টনারায়ণ স আদিবরাহ স সুবুদ্ধি স বৈনতেয় স বিবুধেষ স গুই স গঙ্গাধর স সুহাস স শকুনি স মহেশ্বর স মহাদেব স দুর্ব্বলী স সঙ্কেত, হরি। সঙ্কেত স উৎসাহ স আনো স লখাই স সর্ব্বানন্দ ঘটক স দেবীবর ঘটক। হরি স উদয়ন স মাধব স বিষ্ণু স ধ্রুবানন্দ মিশ্র, পৃথ্বীধর। পৃথ্বীধর স গঙ্গাধর স হরিহর, রত্নগর্ভ, ভগীরথ। ইহাদের বংশ হইতে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি মেলের কুলীনগণের বংশাবলী বিস্তৃত হইয়াছে।

মুং হরি মিশ্রের ও অর্জ্জুন মিশ্রের বংশাবলী।

শ্রীহর্ষ স শ্রীগর্ভ স শ্রীনিবাস স মেধাতিথি স আরব স ত্রিবিক্রম স কাক স ধান্দুমুখ স জলাশয় স বানেশ্বর স গুই স মাধবাচার্য্য স কোলাহল স উৎসাহ স আহিত, অভ্যাগত, মহাদেব। আহিত স উধো স শিয়ো স দ্ব্যাকর স সারঙ্গ স বিজয় স অর্জ্জুন মিশ্র স বাণেশ্বর ঘটক। মহাদেব স বিশো স ভব স পশুপতি স কৃষ্ণ স মহেশ্বর স হরি মিশ্র ঘটক স দিগম্বর, যোগেশ্বর, কামদেব।

মেলের নাম।

১ ফুলিয়া, ২ খড়দহ, ৩ সর্ব্বানন্দী, ৪ বল্লভী, ৫ আচার্য্য শেখরী, ৬ পারিহাল, ৭ পণ্ডিতরত্নী, ৮ বাঙ্গাল পাশ, ৯ সুরাই, ১০ চট্টরাঘবী, ১১ ছায়ানরেন্দ্রী, ১২ বিজয়পণ্ডিতী, ১৩ গোপাল ঘটকী, ১৪ দশরথঘটকী, ১৫ ভৈরব ঘটকী, ১৬ চান্দাই, ১৭ মাধাই, ১৮ বিদ্যা-ধরী, ১৯ শ্রীরঙ্গভট্টী, ২০ বালী, ২১ প্রমোদনী, ২২ চন্দ্রা-পতি, ২৩ সদানন্দখাঁনী, ২৪ মালাধরখানি, ২৫ কাকুস্থী, ২৬ শ্রীবর্দ্ধনী, ২৭ দেহাটি, ২৮ আচম্বিতা, ২৯ নড়িয়া, ৩০ রায়মেল, ৩১ রাঘব ঘোষালী, ৩২ ধরাধরী, ৩৩ ছৈয়ী, ৩৪ শুভরাজখানী, ৩৫ সুঙ্গো সর্ব্বানন্দী, ৩৬ হরিমজুম-দারী, ৩৭ পরমানন্দী মিশ্রী। কিন্তু অধিকাংশের মতেই মেল ৩৬টী। কেহ কেহ রায় মেল অস্বীকার করেন কেহ কেহ পরমানন্দ মিশ্র মেল অস্বীকার করেন। পরমানন্দ মিশ্রী একটী দোষ, ভিন্ন মেল নহে।

কুলনাশক পঞ্চবিংশতি দোষ।

কন্যা পুংসোর ভাবশ্চ রণ্ডিকা গমনন্তথা, জীবিতে পিণ্ডদানঞ্চ স্বজনা ক্ষিপ্ত এবচ॥ অভ্যাবৃত্তে ভবেদ্দোষঃ কথিতঃ কুল পণ্ডিতৈঃ। অগ্নিদগ্ধা নীচোদ্বাহো বলাৎকার স্তথৈবচ॥ পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা ভ্রাম্মান্ধ কুষ্ঠিরোগিণঃ।

খঞ্জেনাপি কুলং তদ্বৎ নীচোৎ বাহেচনান্দিকে। ত্যাজ্য পুত্রো বিপর্য্যায়ঃ কুলঘাত স্তথৈবচঃ। অন্নপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা॥ দুষ্টাকন্যাঙ্গহীনাচ কাণ কুব্জাপিবাকজড়। পঞ্চবিংশতি দোষশ্চ নিশ্চিতা কুল ঘাতকাঃ।

মেলোৎপত্তির দোষ।

১। ফুলিয়া মেল=নান্দা, ধান্দা, বারুইহাটী এবং সপ্তসতী (মুলুকজুরী) সুখনালী দোষ। যবনস্পৃশ্যা কন্যা সন্দেহ ধান্দা দোষ। নান্দার বাড়রীগণ বংশজ, তাহাদিগকে কুলাচার্য্যগণ মাশচড়ক শ্রোত্রীয় আখ্যা প্রদান করিয়া কুলরক্ষা করেন বলিয়া ঐ মাশচড়কগণ নব্য এবং তাহা নান্দা দোষ নামে খ্যাত হইয়াছে। বং শ্রীনাথ পালটী মুং গঙ্গানন্দ প্রকৃতি।

২। খড়দহ মেল=বারৈহাটী, সুখনালী, নান্দা, রায় দোষ সপ্তসতী পিপ্‌লাই গড়গড়ী প্রভৃতি শ্রোত্রীয় দোষ, মদ্যপান দোষ। চিতারোহণ। (বারৈ জাতীয় লোকের পৌরহিত্যকারী ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ বারৈহাটী দোষ)। মধুচট্ট পালটী, যোগেশ্বর পণ্ডিত প্রকৃতি।

৩। সর্ব্বানন্দী—মহিন্তা, রণ্ড, পিণ্ড, বিপর্য্যায় সুখনালী খঞ্জ। সর্ব্বানন্দ প্রকৃতি। গাং রাঘব প্রকৃতি।

৪। বল্লভী=পোড়ারি, পিশু, ধন্ধ, রণ্ড। প্রঃ বল্লভাচার্য্য। পাঃ সর্ব্বানন্দ ঘোষাল।†

৫। পণ্ডিতরত্নী=খানকুলী, যবন, সুখনালী, রায় দিণ্ডী, বাগ্‌জরা। প্রঃ দৈবকী নন্দন পণ্ডিতরত্ন। পাঃ চং দেবীবর।

৬। বাঙ্গাল=যবনদোষ, ব্রহ্মবধ, বারৈহাটী, মদ্য, সুখনালী রজক। প্রঃ বং রত্নাকর, পাঃ চং মুকুন্দ।

৭। সুরাই=পোড়াবি, অন্নপূর্ব্বা, মহিন্তা, বারৈ-হাটী, রণ্ড, সুরাদোষ। প্রঃ সুরাই ঘটক, পাঃ মুং নৃসিংহ।

৮। ছায়ানরেন্দ্রী=যবন, ছায়াদোষ, গড়। প্রঃ বং নিত্যানন্দ, পাঃ চং শ্রীনাথ।

৯। আচার্য্যশেখরী=বারৈহাটী, অক্রূতি, গড়, বলাৎকার, কোন২ মতে যবন ও বর্ণশঙ্কর দোষ। প্রঃ বং ত্রিলোচন শেখর, পাঃ মুং বাসুদেব।

১০। চট্টরাঘবী=দিণ্ডী, গড়, হেড়া যবন, রণ্ড, খঞ্জ। প্রঃ চং রাঘব, পাঃ বং শ্রীপতি।

১১। গোপাল ঘটকী=হড় দোষ, বারৈহাটী। প্রঃ গোপাল ঘটক, পাঃ চং গুণার্ণবাচার্য্য।

---

† বং—বন্দ্য, চং—চট্ট, মুং—মুখো পাঃ—পাশ্চাত্য, প্র—প্রকৃতি।

১২। বিজয় পণ্ডিতী = যবন, কলু অপবাদ. বারৈ-হাটী, গুড়, পত্নীহত্যা। প্রঃ বং বিজয় পণ্ডিত, পাঃ মুং সদাশিব।

১৩। চান্দাই = চৌৎখণ্ডী, ব্রহ্মহত্যা, যবন, গুড়, হর। প্রঃ বং চান্দাই, পাঃ চং মধু।

১৪। মাধাই = যবন, গড়, পীড়ালী, পিণ্ড, কদঙ্গ, হড়, চৌৎখণ্ডী, ব্রহ্মহত্যা। প্রঃ বং মাধাই, পাঃ চং যুধিষ্ঠির।

১৫। বিদ্যাধরী = রায়, সুখনালী, গুড়, পীতমণ্ডি, খণ্ড, পিণ্ড। প্রঃ চং বিদ্যাধর, পাঃ বং হিরণ্য।

১৬। পারিহাল = রণ্ড, পারিহাল, খণ্ড, বলাৎকার, প্রঃ চং রাঘব, পাঃ গাং বিশ্বম্ভর।

১৭। শ্রীরঙ্গভট্টী = ছায়া, মহিন্তা, গড় পারিহাল, পিণ্ড। প্রঃ পুতিতণ্ডু শ্রীরঙ্গভট্ট. পাঃ মুং বাণ।

১৮। বালী = কেশরকুণী, খানকুলী, রায়, বলাৎ-কার, ডিঙ্গী, পিণ্ড, খণ্ড। প্রঃ চং কেশাই, পাঃ বং শ্রীকান্ত।

১৯। প্রমোদিনী = বিপর্য্যাস, রণ্ড, গুড়, রায়, বলাৎ-কার, চৌৎখণ্ডী, গড়। প্রঃ মুং জিতামিত্র, পাঃ চং রাম।

২০। চন্দ্রাবতী = রণ্ডদোষ, পোরুরি, গড়, পিতমুণ্ডী পরিবেত্তা, প্রঃ মুং চন্দ্রপতি। পা চং শুভঙ্কর।

২১। সতানন্দ খানী = পারিহাল, গুড়, রণ্ড, বলাৎকার বন্দ প্রঃ মুং মাধব সতানন্দখাঁ। পা—বং জগদানন্দ।

২২। ভৈরবঘটকী = পিণ্ড, স্বজনা, যবনদোষ, মহিন্তা পরিবেত্তৃ, বলাৎকার, পিণ্ড,। প্র বং ভৈরবঘটক পা—মনোহর পুতিতুণ্ড।

২৩। মালাধর খানী = রণ্ড, দিণ্ডীরায়, যবন, অগম্যাগনন। প্র মুং মালাধর। পা চং চতুর্ভুজ।

২৪। কাকুস্থী = খাড়ী, খঞ্জ, বাচ্য পিণ্ড। প্র চং চৈতলি কাকুৎ পা বন্দ্য দামোদর।

২৫। দেহাটী = স্বজনা, পীতমুণ্ডী, রণ্ড যবন। প্র চং দানপতি। পা গাং শ্রীনিবাস।

২৬। আচম্বিত = গড়, স্বজনা, দিণ্ডী, বিপর্য্যা, গুড় পীতমুণ্ডী, প্র মুং চক্রপাণি। পা চং গৌতম ঘটক।

২৭। দশরথ ঘটকী = ঘণ্টেশ্বরী, বলাৎকার, খঞ্জ পিণ্ড প্র মুং দশরথ ঘটক। পা চং কমলাক্ষ।

২৮। নড়িয়া = রণ্ড, বলাৎকার, গুড়, পিতৃবৈরে মাতৃতুল্যা কন্যা বিবাহ। প্র গাং চণ্ডীবর। পা চং বলভদ্র।

২৯। শ্রীবর্দ্ধনী=বিপর্য্যায়, রণ্ড, চৌৎখণ্ডী, রায়-দোষ, সুখনালী, গড়গড়ী, হর। প্র মুং শ্রীবর্দ্ধন। পা চং চক্রপাণি।

৩০। রায়= সুখনালী, দিণ্ডী, রায়, বারৈহাটী, হেড়াযবন, রণ্ড' দিণ্ডী, বলাৎকার। প্রযাদব বন্দ্য। পা হরিমল্লিক (অনেকে এই মেল স্বীকার করেন না। রায় মেল সহ মোট ৩৭টী হয়)

৩১। রাঘব ঘোষালী=পিণ্ড, শ্রোত্রিয় কর্ত্তৃকনীতা কন্যাবিবাহ, বহির্গতা। বারৈহাটী, বিপর্য্যায়। প্র রাঘব ঘোষাল। পা মুং বাসুদেব।

৩২। ধরাধরি=গড়, পিণ্ড, সুখনালী। প্র চং ধরাধর। পা বং হিরণ্য।

৩৩। ছৈয়ী—মহিন্তা, দায়ী শ্রোত্রিয়ানীতাকন্যা বিবাহ, বলাৎকার, পিণ্ড, খঞ্জ। প্র চং ছয়ী। পা বং কেশব।

৩৪। শুভরাজখানী=রণ্ড, পীতমণ্ডী, যবন বলাৎ-কার। প্র বং শুভরাজখাঁ। পা চং কৃত্তিবাস।

৩৫। সুঙ্গোসর্ব্বানাঙ্গী= গড়, যবন, একজন তহ সিল আসিয়া কন্যা নিয়াযায় ঐ কন্যা আনয়ন পূর্ব্বক বিবাহ দোষ। প্র মুং বানীনাথ। পা গাং নিত্যানন্দ।

৩৬। হরিমজুমদারী = হাড়ি, পোড়াবি, পীতমুণ্ডী, যবন। প্র চং হরিমজুমদার। পা ঘোষাল শ্রীনিবাস।

৩৭। পরমানন্দমিশ্রী = দিণ্ডী, বহির্গতা কন্যাবিবাহ প্র বং পরমানন্দ। পা লক্ষণ ঘোষাল। *

প্রবর

১। ২ সাবর্ণ ও বাৎস্য গোত্রের ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদাগ্ন্য, অপ্নবৎ।

৩। ভরদ্বাজ = ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য

৪। শাণ্ডিল = শাণ্ডিল্য আসিত দেবল

৫। কাশ্যপ = কাশ্যপ অপসার নৈধ্রুব।

কিপ্রকারে বংশজ শ্রেণীয় উৎপত্তি হয়।

১। পীতমুণ্ডী বংশীয় শঙ্কর, গড় বংশীয় দিবাকর, গুড়-বংশীয় ডাউক, পিপ্লাই বংশীয় দোকড়ি, বন্দ্য বংশীয় মার্ত্তণ্ড, বিঠু আনায়ি, গণায়ি, হাড়, গোপী, মাশচরক বংশের দোকড়ী, রায়ীবংশের মধুসূদন, কুশারী বংশের যব, হড় বংশের নারায়ণ, মহিন্তা বংশের কেশব, দায়ী বংশের কেশব, চট্ট বংশে শকুনি, তৈলবাটীবংশে নাবারী কুন্দ বংশে বিশ্বেশ্বর, ঘোষাল বংশে মদন ও বিশ্বরূপ,

---

* যবনের চাকরী করা, যবনাদের কোনরূপ সংশ্রব থাকা এবং যবন সংস্পৃশ্যা সন্দেহ যুক্তা কন্যা গ্রহণ এই ত্রিবিধ রূপে যবন দোষ।

গাঙ্গুলী বংশে হাস্য, পূতিতুণ্ডু বংশীয় গৌতম শিমলাই বংশের পরাশর, ভিংসাই শঙ্কর প্রভৃতি পাঁচিশ জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেনের মাতৃ শ্রাদ্ধে দানীয় "স্বর্ণময়ী ধেনু" দান গ্রহণ নিবন্ধন পতিত হন এবং সমাজ ও রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা ও জল গ্রহণ ও কোন ব্রাহ্মণ করিতেন না উহারা অগ্রবর্ত্তী হইয়া এরূপ দান গ্রহণ করেন বলিয়া উহারা অগ্রদানী নামে অভিহিত হন। এখনও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ গণ পতিত। উক্ত বন্দ্য বংশীয় গণের কন্যা বশিষ্ট চট্ট বংশীয় শকুনির কন্যা ঠোটবন্দ্য হাড়ের কন্যা দায়িক, গাং হাস্যের কন্যা কুবের ও চক্রপাণি বন্দ্যবংশীয় বিঠুর কন্যা চট্টবংশীয় শূলপাণি বিবাহ করেন। লোভ বশতঃ এইরূপ অসৎ প্রতিগ্রাহির কন্যা উক্ত ছয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করায় উহারা পতিত বা অপাংক্তেয় হইলেন না বটে কিন্তু উহারা বংশজ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

২। যাহাদের অনবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্ত নাই তাঁহারা বংশজ।

৩। যে কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ হয় উক্ত কুলীন বংশজত্ব প্রাপ্ত হয়।

৪। দেবীবর ঘটক মহাশয়ের আদেশ ক্রমে রোষাকর ভট্টাচার্য্যের সন্তান গণ বংশজত্ব প্রাপ্ত হন।

৫। বংশজের কন্যা গ্রহন পূর্ব্বক যে কুলীন গণ ভঙ্গ হন ৭ পুরুষ অন্তে উহারা বংশজত্ব প্রাপ্ত হন কাহার ২ মতে উহারা ভঙ্গ কুলীন মাত্র।

৬। ঘটকসিংহ দেবীবরের কোন মেলেই যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেননা কুলজ্ঞের মতে তাহারাও বংশজ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

সপ্তসতী।

মহারাজাধিরাজ আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে পদার্পন করার পূর্ব্বে এদেশে যে ব্রাহ্মণ ছিলেন বৌদ্ধ রাজগণের প্রভাবে তাহারা পূর্ব্ব হইতে নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দীক্ষা শিক্ষা বৌদ্ধ প্রভাব বসতঃ ক্ষীণতর হইলেও তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব লোপ হয় নাই কিন্তু কাণ্যকুব্জাগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গণের মূর্ত্তিমতী ব্রহ্ম তেজ প্রভা এদেশ বাসী ক্ষীণ-প্রভ ব্রাহ্মণ গণকে ক্ষীণতর অবস্থায় আনয়ণ করিল। প্রবাদ আছে উহারা ৭০০ সত ছিলেন ক্রমশঃ উহারা কেহ নির্ব্বংশ কেহ নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দলে মিসিলেন কেহ ২ অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দলের সহিত মিলিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীয় কুলশাস্ত্র মতে উহাদের মধ্যে বিশেষ গণ্য মান্য ২৭ ব্যক্তি মহারাজ বল্লাল সেন নিকট বাসস্থান ও সম্মান প্রার্থী হইলে

উহারাই পূর্ব্বে এদেশের গণ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তাহাদিগকে ২৭ খানী গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দেওয়া হয় এবং কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তান দিগের ন্যায় উহারাও স্বীয় স্বীয় বাসস্থানের গ্রামের নামানুসারে "গাঁই" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। কাহারও২ মতে ইহারা ২৮ গাঁই কালক্রমে ইহারা কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানের ন্যায় ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান করিয়া রাঢ়ীর কুলীন দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে স্থাপন করিয়া রাঢ়ীয় দলে প্রায় মিসিয়াছেন তবে সপ্তসতী বলিয়া আখ্যা রহিয়াছে।

সপ্তসতী গাঁই যথা।

১। সাগাই ২। সুরাই ৩। নালসী ৪। ভগাই ৫। হাসাই ৬। কালাই ৭। ধাই ৮। বান্সী ৯। বাণ্টুরী ১০। ধান্সী ১১। কাটানী ১২। কুশল ১৩। কাশ্যপ কাঞ্জারী ১৪। বাতারি ১৫। পীতাবি ১৬। মাতারি ১৭। বেরু ১৮। বাগরাই ১৯। উলুক ২০। ঝরঝর ২১। মলুক ২২। ফরফর ২৩। কন্দু ২৪। কেড়ল ২৫। চেরচেরী ২৬ বালথোবী ২৭। যবভ্রামী। ২৮। উজ্জল

সপ্তসতী গণ কণোজাগত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নহেন ইহারা দেবীবরের মতে শুনক, গৌতম, কাস্যপ, কৌণ্ডিণ্য পরাশর, বশিষ্ঠ, হারীত ও কৌৎস্য গোত্রীয়। অন্যমতে

শনক, শুনক, কাশ্যপ, গৌতম, পরাশর, বশিষ্ঠ, হারীত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বটেন।

কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও গোত্র

১। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কবি ভট্টনারায়ণ ২। বাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ ৩। বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দর ৪। ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ৫। সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ।

মহারাজ বল্লাল সেনের সময় এই পঞ্চ মাহাত্মার বংশে ৫৯ জন লোক বর্ত্তমান ছিলেন।

ভটনারায়ণ বংশে ১৬ জন, দক্ষের ১৬ জন, শ্রীহর্ষের ৪ জন, বেদ গর্ভের ১২ জন, ছান্দরের ১১ জন।

(ক, "শাণ্ডিল গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠো বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দরঃ
ভরদ্বাজোপি গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণ যথা বেদ ইতিস্মৃতঃ"

(খ) ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভবা, দক্ষতঃশ্চাপি ষোড়শঃ
চত্বার শ্রীহর্ষাজ্জাতা ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ
দ্বাদশ বেদগর্ভাচ্চ ছান্দড়ে কাদশ স্মৃতাঃ।

ভট্টনারায়ণ বংশের ১৬ জন ও তাহার গাঁই।		দক্ষবংশীয় ১৬ জন ও তাহার গাঁই	
১। বরাহ	বন্দ্যঘটী	১। ধীর	গুড়গ্রামী

ভট্টনারায়ণ বংশের ১৬ জন ও তাহাদের গাঁই।

২। রাম গড়গড়ী
৩। নীপ কেশবকুনী
৪। নান্নু কুসুমকলি
৫। বাটু পারিহাল
৬। গুয়ী কুলভী
৭। গণ ঘোষলী
৮। শান্তেশ্বরী সেয়ু
৯। বুড়ো মাশচরক
১০। বিকর্ত্তন বটব্যাল
১১। নীলু বসুয়ারী
১২। মধুসূদন কয়ড়াল
১৩। কোয় কুশারী
১৪। বাসু কুলকুলী
১৫। মাধব আকাশ
১৬। মহামতি দীঘাল

দক্ষবংশীয় ১৬ জন ও তাহাদের গাঁই।

২। নীর আম্লী
৩। সুভ ভূরি
৪। শম্ভু তৈলবাটী
৫। কৌতুক পীতমুণ্ডী
৬। সুলোচন চাটাতি
৭। পালু পলশাই
৮। কাক হড়
৯। কৃষ্ণ পোড়ারি
১০। রাম পালধি
১১। জন কোযারি
১২। বনমালী পাকড়াশী
১৩। শ্রীহরি শিমলায়ী
১৪। জট পুষিলাল
১৫। শশিশেখর ভট্টগ্রামি
১৬। কেশব মূলগ্রামী

শ্রীহর্ষ বংশের ৪ জন ও তাহাদের গাঁই।

১। ধাঁদু মুখোটী
২। জন ডিংশাই
৩। নানো সাহবি
৪। রাম রায়ী

বেদগর্ভ বংশের ১২ জন ও তাহার গাঁই।

১। হল	গাঙ্গলী	২। রাজ্যধর	কুন্দ
৩। বশিষ্ঠ	সিদ্ধল	৪। মদন	দায়ী
৫। বিশ্বরূপ	নন্দী	৬। কুমার	বালী
৭। যোগী	সিয়ারিক	৮। রাম	পুংশিক
৯। দক্ষ	শাঠদায়ী	১০। মধুসূদন	পারী
১১। মাধব	ঘণ্টেশ্বরী	১২। গুণাকর	নায়ী

ছান্দড় বংশের ১১ জন ও তাঁহাদের গাঁই।

১। রবি	মহিন্তা	২। সুরভি	ঘোষাল
৩। কবি	শিমলাল	৪। মহাযশ	বাপুলি
৫। ধীর	পিপলাই	৬। শঙ্কর	পুতিতুণ্ড
৭। বিশ্বম্ভর	পূর্ব্বগ্রামী	৮। শ্রীধর	কাঞ্জিলাল
৯। নারায়ণ	কাঞ্জিয়ারী	১০। গুণাকর	চৌৎখণ্ডি
১১। মন	দীঘাল		

মহারাজ বল্লাল সেন ই গুণ দোষ বিচার করিয়া উক্ত ৫৯ ব্যক্তির মধ্যে ৯ গুণ বিশিষ্ট ২২ জনকে কুলীন এবং ৩৭ জনকে শ্রোত্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেণ।

২২ ঘর কুলীম যথা,

১। বন্দ্যঘটী ২। চট্টো ৩। মুখুটী ৪। ঘোষাল ৫। পুতিতুণ্ড ৬। গাঙ্গলী ৭। কাঞ্জীলাল ৮। কুন্দগ্রামী

৯। রায়ী ১০। গুড় ১১। মহিন্তা ১২। কুলভি ১৩। চৌৎখণ্ডী ১৪। পিপ্পলী ১৫। ঘণ্টেশ্বরী ১৬। পরিহাল ১৭। হড় ১৮। গড় ১৯। পীতমুণ্ডী ২০। দীঘাল ২১। কেশরকুনী ২২। দীণ্ডী।

বাকী ৩৭ ব্যক্তি শ্রোত্রিয়।

তৎপর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় পুনর্ব্বার কুলীন গণের গুণাগুণ পরীক্ষা হইয়া ৮ ঘর মুখ্য কুলীন এবং ১৪ ঘর গৌণ কুলীন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

৮ ঘর মুখ্য কুলীন যথা,

১। বন্দ্যঘটী ২। মুখুটী। ৩। ঘোষাল ৪। চাটাতী ৫। পুতিতুণ্ড ৬। গাঙ্গলী ৭। কাঞ্জিলাল ৮। কুন্দগ্রামী তদ্ভিন্ন ১৪জন গৌণ কুলীন এই ১৪জন মুখ্য কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারিতেন না বিবাহ দিতে পারিতেন *

নয়টী কুল লক্ষণ।

১। আচার ২। বিনয় ৩। বিদ্যা ৪। প্রতিষ্ঠা ৫। তীর্থ দর্শন ৬। নিষ্ঠা ৭। বৃত্তি (দেবীবরের মতে আবৃত্তি) ৮। তপঃ ৯। দান।

---

* ঐ ১৪ ঘর কুলীন সমাজ শাসন অমান্য করায় গৌণ শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। তন্মধ্যে পিপ্পলী দিঘায়ী ডিংসাই সিদ্ধ। হহিন্তা, হর, গুড়, পারিহাল সাধ্য। কেশর কুনী, পীতমুণ্ডী, রায়ী, গড়, ঘণ্টেশ্বরী, চৌৎখণ্ডী কুলভি ইহারা অরি।

আচার = যিনি শূদ্রান্ন ভোজন করেন না সর্ব্বদা শুচী থাকেন যে বিপ্রত্রিসন্ধ্যান্বিত তাঁহাকেই আচার বিশিষ্ট বলা যায়।

বিনয় = সংব্যক্তি সহ সদালাপ সর্ব্বসাধারণের সহিত প্রিয় বাক্য বলার নাম বিনয়।

বিদ্যা = শাস্ত্র অধ্যয়ন জনিত তত্ত্ববুদ্ধির অভিজ্ঞতার নাম বিদ্যা।

প্রতিষ্ঠা = যাহার কীর্ত্তি সমুদয় লোকে গান করে তিনিই প্রতিষ্ঠান্বিত।

তীর্থ দর্শন = যাঁহার প্রত্যেক তীর্থ গমনে ইচ্ছা যিনি তীর্থ কথা শ্রবণে প্রয়াসী এবং যিনি তীর্থ দর্শন করিয়াছেন তিনিই তীর্থদর্শী।

নিষ্ঠা = কুল সম্মান রক্ষার্থ যিনি ধন, প্রাণ, ভূমি প্রভৃতি ত্যাগ সহিষ্ণু তিনিই নিষ্ঠাবান।

বৃত্তি = যিনি সর্ব্বদা বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিরত তিনিই বৃত্তি সম্পদ বিশিষ্ট।

দেবীবরের মতে "বৃত্তি" নহে আবৃত্তি অর্থ তুল্য বংশে পরিবর্ত্ত।

তপঃ = যিনি ভক্তি ক্রমে ইষ্টদেবের পূজাতে নিবিষ্ট তিনিই তপঃসম্পন্ন।

দান= দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া যে কোন উপকার করেনাই এরূপ ব্যক্তির অর্থাৎ উপকারের প্রতিদান স্বরূপ নহে এমন দান।

আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাঁহাদের ও তাঁহাদের ভৃত্য পঞ্চ জনের নাম ও গোত্র।

"কাশ্যপে চৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ।
শাণ্ডিল্য গোত্রে সম্ভুতো ভট্টনারায়ণঃ কৃতী
সৌকালিনশ্চ দাসোয়ং ঘোষঃ শ্রীমকরন্দ কঃ
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ
দাসস্তস্য বিরাটাখ্যো গুহকঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।
সাবর্ণগোত্র নির্দ্দিষ্টো বেদগর্ভ মুনিস্ত্বয়ং
তস্য দাসো মিত্র বংশো বিশ্বামিত্রশ্চ গোত্রকঃ
কালিদাস ইতিখ্যাতঃ শূদ্রবংশ সমুদ্ভবঃ
বাৎস্য গোত্রেস্থ সম্ভুতঃ শ্ছান্দব শ্চেতি সংজ্ঞিতঃ
মৌদ্গুল্য গোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকঃ
দেবীবর (শব্দ কল্পদ্রুমে)

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কতিপয় বিখ্যাত লোকের বংশ পরিচয়।

(ক) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশে— ১। জীমূত

বাহন (পারিহাল গোত্রিয়) দায়ভাগ ও কাল বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ইনি বিশ্বক সেনের প্রধানতম আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ২। বাসুদেব সার্ব্বভৌম (বন্দ্য আখণ্ডল বংশীয়) ইনি বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। ৩। বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন (বন্দ্য আখণ্ডল বংশীয়) প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ ভাষা পরিচ্ছেদের প্রণেতা। ৪। নিত্যানন্দ প্রভু (বটব্যাল শ্রোত্রিয়) ইঁনি চৈতন্য প্রভুর পার্শ্বচর ও পরম সুহৃদ ছিলেন ইঁহার পুত্র বীরভদ্র হইতেই বীরভদ্রী দোষ। ৫। ভবানন্দ মজুমদার (কেশর কুনী শ্রোত্রিয়) নবদ্বীপ রাজ বংশের পূর্ব্বপুরুষ। ৬। রঘুনন্দন (বন্দ্যঘটী বংশীয় হরিবন্দ্যের পুত্র) ইনি নব্য স্মৃতির অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রণেতা। ৭। রামেশ্বর (কেশর কুনী) শ্রোত্রিয় শিব সংকীর্ত্তন প্রভৃতি বাঙ্গলা গ্রন্থকার। ৮। শ্রীধরস্বামী (বন্দ্য বংশীয়) ভগবত গীতা প্রভৃতি বহু সংস্কৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাকার। ৯। রাজা রামমোহন রায় (বন্দ্য ঘটী বংশের সঙ্কেতের বংশীয়) ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপয়িতা ১০। কবি হেচন্দ্র ১১। জগৎ বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান। ১২। রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় (রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা কেশব রামের বংশ)

পদ্মিনীউপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ১৩। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্য ভাস্করের বংশ) বাঙ্গলা ভাষার পিতৃস্থানীয়। ১৪। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দ্য মকরন্দের বংশ) মহামান্য হাই কোর্টের বিচার পতি। ১৫। আচার্য্য শেখরী বংশে মদন মোহন তর্কালঙ্কার বাসবদত্তা প্রভৃতি বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রণেতা। ১৬ কুমুদিনী বান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙ্গাল পাস মেলের নিকষ কুলীন) রাজসাহী কলেজের বর্ত্তমান পিন্সিপাল।

(খ) সাবর্ণ গোত্র সম্ভুত বেদগর্ভ বংশে

১। ভবদেব ভট (সিদ্ধল গ্রনী শ্রোত্রিয়। ইনি রাজমন্ত্রী ছিলেন ভবদেব ভট্ট প্রণীত বহু গ্রন্থ মধ্যে "ভবদেব" নামিয় গ্রন্থানুসারে সামবেদী ব্রাহ্মণ গণের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। ২। ঘনরাম (আমাটীয়ার গাঙ্গলী বংশ) ধর্ম্মনঙ্গল নামক প্রসিদ্ধ বাঙ্গলা কাব্য প্রণেতা। ৩। প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন (নায়ারী শ্রোত্রিয়) বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ সাহিত্য-প্রবেশ এবং কুসুমাঞ্জলি নামক উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ ও অন্যান্য বহু বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রণেতা। পূর্ব্ববঙ্গের সারস্বত সমাজের নেতা

(গ) বাৎস্য গোত্রের ছান্দর বংশ

১। গোবর্দ্ধনাচার্য্য (পুতিতুণ্ড বংশীয় কুলীন) আর্য্যা সপ্তসতী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা। রাজা লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নে এক রত্ন। ২ রঘুমণি বিদ্যাভূষণ (কাঞ্জারী গোত্রীয়) প্রসিদ্ধ দত্তক চন্দ্রিকা প্রণেতা। ৩। তারানাথ তর্ক বাচস্পতি (কাঞ্জারী শ্রোত্রিয়) প্রসিদ্ধ বাচস্পত্যভিধান প্রণেতা। ৪। কৃষ্ণনন্দ বিদ্যাভুষণ (শিমলাই শ্রোত্রিয়) শব্দ শক্তি প্রকাশিকার পরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া ছেন। ৫। জয়দেব গোস্বামী (কাঞ্জীলাল বংশ) গীত গোবিন্দ প্রণেতা।

(ঘ) ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রীহর্ষ বংশের।

১। শূলপাণি (সাহরী শ্রোত্রীয়) প্রায়শ্চিত্ত বিবেক প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। ২। মধুসূদন তর্কালঙ্কার (মুখো বংশীয়) স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। ৩। কৃত্তিবাস পণ্ডিত (মুখবংশীয় প্রধান কুলীন) বঙ্গ ভাষায় রামায়ণ প্রণেতা। ৪। ভারতচন্দ্র (মুখোপাধ্যায়) অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি প্রণেতা। ৫। ভুদেব মুখোপাধ্যায় (কামদেব পণ্ডিতের সন্তান) সমাজিক প্রবন্ধ পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা। ৬। শম্ভুনাথ মুখো (লক্ষ্মীধর হালদার বংশ) “ রিজ, ও রায়ত ” পত্রিকার সম্পাদক। ৭। নীলাম্বর মুখো (দ্যাকর বংশীয়)

কাশ্মীর মহারাজের মন্ত্রী। ৮। রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় [বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান] প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক। ৯। কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় [বিষ্ণুঠাকুর সন্তান] কুচবিহার ষ্টেটের শিক্ষা বিভাগের বিখ্যাত ইনস্পেক্টার। এই শ্রীহর্ষ বংশে ১০। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী [মহামান্য কলিকাতা হাই কোর্টের বিচার পতি। ১১। অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় [যিনি মহামান্য হাই কোর্টর বিচারপতি ছিলেন] ইত্যাদি কত যে মনস্বী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

[ঙ] কাশ্যপ গোত্রের দক্ষমুণির বংশ।

১। কবি শরণ [গুড় শ্রোত্রিব] মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সাময়িক কবি ও রাজ সভাসদ অমাত্য। ২। হলায়ুধ [চট্ট বংশীয়] মহারাজ লক্ষ্মণ সেণের মন্ত্রী এবং প্রসিদ্ধ আভিধানিক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। ৩। পূর্ণানন্দগির [পাকড়াশী শ্রোত্রিয়] একজন সিদ্ধ পুরুষ তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী শ্যামারহস্য যোগচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ৪। জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন [পালধি শ্রোত্রিয় বিখ্যাত শ্রুতিধর বিবাদ ভঙ্গার্ণব গ্রন্থ প্রণেতা। ৫। সর্ব্ববিদ্যা [পাকরাশী শ্রোত্রীয়] মহাসিদ্ধ পুরুষ

বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়েস্থ বহু সম্ভ্রান্ত লোক ইহার বংশের শিশ্য। ৬। কেশব ভারতী [শিমলাই শ্রোত্রিয়] চৈতন্য দেবের গুরু। ৭। শ্যামাচরণ সরকার [শিমলাই শ্রোত্রিয়] ব্যবস্থা দর্পণ প্রণেতা ৮। বঙ্কিম চন্দ্র [চট্ট বংশীয়] দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত প্রাণ দাতা। ৯। কমলা-কান্ত সার্ব্বভৌম [পাকড়াশী শ্রোত্রিয়] পূর্ব্ব বঙ্গের সর্ব্ব প্রধান নৈয়ায়িক। ১০ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় [সর্ব্বানন্দী মেলে কুলীন *। বাঙ্গলা দেশের রাঢ়ী শ্রেণীয় প্রধান ২ জমীদার গণের গাঁই যথা—

১ জয়দেব পুরের জমীদার ২ রোয়াইলের জমীদার উত্তর শ্রোত্রিয় পুষিলাল বংশীয় ৩ ধানকোরার জমীদার গণ শিমলাই শ্রোত্রিয় ৪ মুরাপারার জমীদার গণ ৫ আষা-রিয়ার জমীদার গণ ৬ কলস কাটীর জমীদার গণ [ইঁহারা তিন ঘড়ুই দাসুবারৈয্যার সন্তান ৭ উত্তরপারার জমিদার গণ [মুখোপাধ্যায় বংশীয় গঙ্গাধর ঠাকুরের সন্তান ভঙ্গ কুলিন] ৮ ভুকৈলাসের জমীদার ঘোষাল বংশীয় ৯ নলডাঙ্গার রাজবংশ বন্দ্য বংশীয় আথণ্ডলের

---

* এই সমুদয় বংশ পরিচয়ে শ্রীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের "সম্বন্ধ নির্ণয়" নামক গ্রন্থের সহায়তা পাইয়াছি।

বংশ ১০ কুঞ্জঘাট রাজবংশ | বন্দঘটী বংশ | ১১ সাতক্ষীরার জমীদার গণ | কাটানী গাই | ১২ নবদ্বীপের মহারাজ বংশ | কেশর কুনী শ্রোত্রিয় ।

পরিবর্ত্ত কাহাকে বলে

বর্ত্তমান সময়ে পরিবর্ত্ত নিয়াই কৌলিন্য। পরিবর্ত্ত চতুর্বিধ ১ পরস্পর কন্যা আদান প্রদান ২ বাগ্দান ৩ কুশত্যাগ ৪ ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা ।

কাশ্যপ কাঞ্জারী দোষ

রামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, রঘুনাথ, এই চারিটী গাঙ্গুলী কৃষ্ণবল্লভ ও কৃষ্ণ জীবন এই দুই জন চট্ট কৃষ্ণচরণ ও রামদেব এই দুই বন্দ্য। রামনারায়ণ, রঘুনন্দন মধুসূদন এই তিন মুখোপাধ্যায়। রামভদ্র, নারায়ণ, রমাপতি মধুসূদন, গোবিন্দ, যদুনাথ, রঘু এই সাত চৈতলচট্ট কাশ্যপ কাঞ্জরী দোষ প্রাপ্ত হন। এই দোষ সমাজ ও ঘটকগণ কর্ত্তৃক মার্জ্জিত, ইহাদ্বারা কুলের গৌরব লাঘব হয় নাই। নবগ্রহ দোষ [ইহাও মার্জ্জিত] ১ চাচকুণ্ডা গ্রামের কুশারী ২ মাজপারার শিমলাই ৩ রাজপুরের কায়ারী ৪ পঞ্চসারের ভুরিষ্টাল ৫ বালার ডিংসাই ৬ চাণকের দিণ্ডী ৭ চুচুঁরায় দিণ্ডী ৮ বাগঝাপার পাকড়াশী ৯ শালনগরের বটব্যাল।